


## মাধ্যম অনুমান : সহানুমান (Mediate Inference: Syllogism)

ইউনিট  
৮

### ভূমিকা

আমরা ইউনিট-৭ এ অমাধ্যম অনুমান নিয়ে আলোচনা করেছি। অবরোহ অনুমানের অন্য একটি প্রকরণ হলো মাধ্যম অনুমান। মাধ্যম অনুমানে একাধিক আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। এখানে দুই বা ততোধিক আশ্রয়বাক্যের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কের আলোকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। মাধ্যম অনুমানে দু'টি আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তিনটি যুক্তিবাক্য ব্যবহৃত হয়।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ
---	---------------------	--

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ

- পাঠ - ৮.১ : মাধ্যম অনুমানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Mediate Inference)
- পাঠ - ৮.২ : সহানুমান (Syllogism)
- পাঠ - ৮.৩ : সহানুমানের প্রকারভেদ (Classification of Syllogism)
- পাঠ - ৮.৪ : সহানুমানের গঠন ও নিয়মাবলি (Structure and Rules of Syllogism)
- পাঠ - ৮.৫ : নিরপেক্ষ সহানুমান ও এরিস্টটলের সহানুমানের সূত্র (Categorical Syllogism and Aristotle's Dictum)
- পাঠ - ৮.৬ : সংস্থান ও রূপ (Figure and Mood)

## পাঠ-৮.১

## মাধ্যম অনুমানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Mediate Inference)



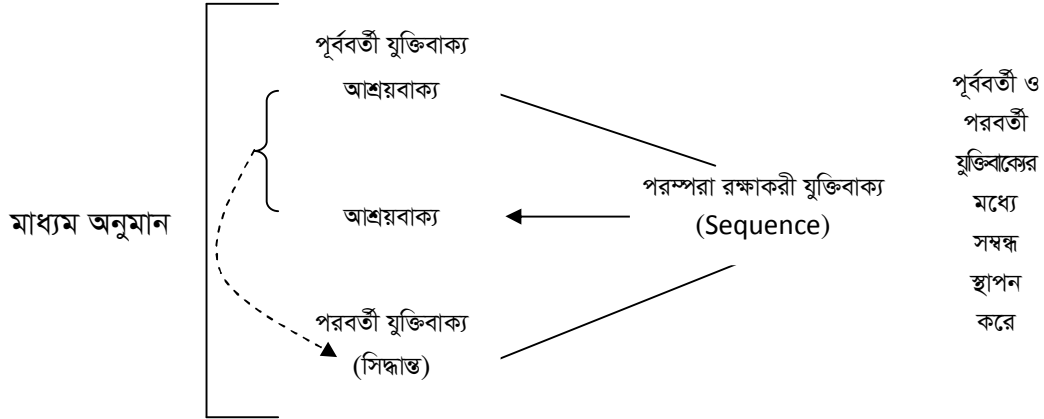
## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাধ্যম অনুমানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- মাধ্যম অনুমানের প্রকৃতি জানতে পারবেন।
- মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমানের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।



**মাধ্যম অনুমানের সংজ্ঞা (Definition and Nature of Mediate Inference) :** যে অবরোহ অনুমানে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক আশ্রয়বাক্য থেকে একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় এবং এ সিদ্ধান্তটি কখনো আশ্রয়বাক্যের তুলনায় ব্যাপকতর হয় না, তাকে মাধ্যম অনুমান বলে। মাধ্যম অনুমানের ক্ষেত্রে পূর্বেই একটি আশ্রয়বাক্য থাকে এবং শেষে পরবর্তী একটি যুক্তিবাক্য থাকে যার নাম সিদ্ধান্ত। পূর্ববর্তী আশ্রয়বাক্য পরবর্তী যুক্তিবাক্যের পরস্পরা রক্ষার জন্য মাঝখানে এক বা একাধিক আশ্রয়বাক্য থাকে। তাহলে মাধ্যম অনুমানকে আমরা নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করতে পারি:



উদাহরণ: সকল মানুষ হয় মরণশীল  
সকল রাজা হয় মানুষ  
সকল রাজা হয় মরণশীল


প্রদত্ত উদাহরণটিতে দু'টি আশ্রয়বাক্য 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এবং 'সকল রাজা হয় মানুষ' রয়েছে। আশ্রয়বাক্য দু'টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এ সম্পর্কের ভিত্তিতে 'সকল রাজা হয় মরণশীল' সিদ্ধান্তটি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়েছে। সুতরাং এটি হলো একটি মাধ্যম অনুমানের দৃষ্টান্ত।


**মাধ্যম অনুমানের প্রকৃতি (Nature of Mediate Inference) :** মাধ্যম অনুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা এর প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে পারি যে:-

১. মাধ্যম অনুমানের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক আশ্রয়বাক্য থাকে এবং আশ্রয়বাক্যগুলোর মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়। কোনো একক আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় না।
২. মাধ্যম অনুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যগুলোর মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের প্রতিফলন। বাইরের অন্য কিছু বা অনুমানকারীর জ্ঞানগত কোনো বিষয় নয়।
৩. মাধ্যম অনুমানের সিদ্ধান্ত কখনো আশ্রয়বাক্যের তুলনায় বেশি ব্যাপক হতে পারে না। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যের চেয়ে কম ব্যাপক বা সমব্যাপক হতে পারে।
৪. মাধ্যম অনুমানের ক্ষেত্রে আশ্রয়বাক্যের সত্যতা দ্বারা সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্ধারিত হয়। আশ্রয়বাক্যগুলো বাস্তবে সত্য হলে সিদ্ধান্তও বাস্তবে সত্য হয়।
৫. মাধ্যম অনুমানে সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যগুলোর মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কের ভিত্তিতে নিঃসৃত হয় বলে এর আকারগত সত্যতা সম্পর্কে কোনো ধরনের সন্দেহ থাকে না।
৬. মাধ্যম অনুমান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আশ্রয়বাক্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। মাধ্যম অনুমানে আশ্রয়বাক্য ত্রুটিপূর্ণ হলে গোটা অনুমান প্রক্রিয়াই ত্রুটিপূর্ণ হয়।

**মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমানের পার্থক্য (Difference between Mediate and Immediate Inference) :** মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা এ দুই ধরনের অনুমানের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য দেখতে পাই। মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমানের কয়েকটি পার্থক্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. মাধ্যম অনুমানে একাধিক আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। কিন্তু অমাধ্যম অনুমানে একটি মাত্র আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়।
২. মাধ্যম অনুমানে দুইয়ের অধিক যুক্তিবাক্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অমাধ্যম অনুমানে কেবল দু'টি যুক্তিবাক্য ব্যবহার করা হয়।
৩. মাধ্যম অনুমানের সিদ্ধান্তে যেমন নতুন যুক্তিবাক্য পাওয়া যায় তেমনি নতুন তথ্যও পাওয়া যায়। অন্যদিকে অমাধ্যম অনুমানে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি ভিন্ন যুক্তিবাক্য পাওয়া গেলেও কোনো নতুন তথ্য পাওয়া যায় না।
৪. মাধ্যম অনুমানে আশ্রয়বাক্যে ব্যবহৃত পদ অপরিবর্তিত অবস্থায় সিদ্ধান্তে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অমাধ্যম অনুমানে আশ্রয়বাক্যের পদ দু'টি কখনো কখনো পরিবর্তিত হয়ে সিদ্ধান্তে ব্যবহৃত হয়।

	<b>শিক্ষার্থীর কাজ</b>	মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমানের মধ্যে পার্থক্যের একটি তালিকা তৈরি করুন।
---	------------------------	---

	<b>সারসংক্ষেপ</b>
যে অনুমানের ক্ষেত্রে একাধিক আশ্রয়বাক্যের মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করা হয় তাকে মাধ্যম অনুমান বলে। মাধ্যম অনুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যের তুলনায় বেশি ব্যাপক হতে পারে না। মাধ্যম অনুমানের সাথে অমাধ্যম অনুমানের মূল পার্থক্য হলো আশ্রয়বাক্যের সংখ্যায়। মাধ্যম অনুমানের সিদ্ধান্তে নতুন যুক্তিবাক্য ও নতুন তথ্য পাওয়া যায়; কিন্তু অমাধ্যম অনুমানে একটু ভিন্ন যুক্তিবাক্য পাওয়া গেলেও নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।	

	<b>পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১</b>
--	-------------------------------

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। মাধ্যম অনুমানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়-
    - (i) আশ্রয়বাক্যগুলোর সত্যতা দ্বারা সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্ধারিত হয়
    - (ii) সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্যগুলোর মধ্যকার আবশ্যিক সম্পর্কের প্রতিফলন
    - (iii) আকারগত সত্যতা নিশ্চিত হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii
- ২। মাধ্যম অনুমান হলো:
 

(ক) প্রত্যক্ষ অনুমান (খ) পরোক্ষ অনুমান (গ) সরল অনুমান (ঘ) অসরল অনুমান
  - ৩। মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমানের পার্থক্য হলো-
    - (i) একাধিক আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়, একটি মাত্র আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়।
    - (ii) দুইয়ের অধিক যুক্তিবাক্য ব্যবহার করা হয়, কেবল দু'টি যুক্তিবাক্য ব্যবহার করা হয়।
    - (iii) আশ্রয়বাক্যে ব্যবহৃত পদ অপরিবর্তিত অবস্থায় সিদ্ধান্তে ব্যবহৃত হয়, আশ্রয়বাক্যের পদ দু'টি কখনো কখনো পরিবর্তিত হয়ে সিদ্ধান্তে ব্যবহৃত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

## পাঠ-৮.২

### সহানুমান (Syllogism)



## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সহানুমানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সহানুমানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।



**সহানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ (Definition and Example of Syllogism) :** যুক্তিবিদ্যক পরিভাষা সহানুমানের ইংরেজি Syllogism শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ Sullogismos থেকে। Sullogismos শব্দের অর্থ হলো একত্রিত অবস্থায় যৌক্তিক চিন্তা করা (to reason together) বা ‘যৌক্তিক চিন্তা করার জন্য বচনগুলোকে একত্রিত করা’ (to put statements together into a pattern of reasoning) পরবর্তীকালে Syllogism শব্দটি একটি বিশেষ অনুমান প্রক্রিয়ার পরিভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। এ প্রক্রিয়ায় দু’টি আশ্রয় বাক্যের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়। তাহলে সহানুমান হলো এমন একটি মাধ্যম অবরোহ অনুমান যেখানে যুক্তভাবে দু’টি আশ্রয়বাক্য থেকে একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে অনুমিত হয়। যুক্তিবিদ জেমস ওয়েল্টন (James Welton) তাঁর *Manual of Logic* বইয়ে বলেন, “যে অবরোহ মাধ্যম অনুমানে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দু’টি আশ্রয়বাক্যের ভিত্তিতে অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় তাকে সহানুমান বলে।”

যুক্তিবিদ এইচ ডব্লিউ বি যোসেফ (H.W.B. Joseph) তাঁর *Introduction to Logic* বইয়ে বলেন যে, সহানুমান হলো এমন যুক্তিপ্রক্রিয়া যেখানে দু’টি পদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তৃতীয় কোনো পদের উদ্দেশ্য ও বিধেয় আকারের অনিবার্য সম্পর্কের ভিত্তিতে।

যুক্তিবিদ আই. এম. কপি (I. M. Copi) এবং কার্ল কোহেন (Carl Cohen) সহজ ভাষায় সহানুমানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: সহানুমান হলো এমন একটি অবরোহ যুক্তিপ্রক্রিয়া যেখানে দু’টি আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় (A syllogism is a deductive argument in which a conclusion is inferred from two premises.)।

প্যাট্রিক জে. হার্লি (Patrick J. Hurley) আরো সরলভাবে সহানুমানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: সহানুমান হলো দু’টি আশ্রয়বাক্য ও একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে গঠিত একটি অবরোহ অনুমান (A syllogism is a deductive argument consisting of two premises and one conclusion.)।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আমরা সহানুমানের সংজ্ঞায় বলতে পারি যে, মাধ্যম অবরোহ অনুমানে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত দু’টি আশ্রয়বাক্য থেকে একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় এবং সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্য দু’টির মধ্যেই নিহিত থাকে তাকে সহানুমান বলে। যেমন:

সকল জ্ঞান-প্রেমিক হয় বিচক্ষণ ব্যক্তি

সকল শিক্ষক হয় জ্ঞান-প্রেমিক

∴ সকল শিক্ষক হয় বিচক্ষণ ব্যক্তি

এ সহানুমানটিতে আশ্রয়বাক্য দু’টি হলো- ‘সকল জ্ঞান-প্রেমিক হয় বিচক্ষণ ব্যক্তি’ ও ‘সকল শিক্ষক হয় জ্ঞান-প্রেমিক’ এবং সিদ্ধান্তটি হলো ‘সকল শিক্ষক হয় বিচক্ষণ ব্যক্তি’। আশ্রয়বাক্য দু’টির মধ্যে সাধারণ পদ হলো ‘জ্ঞান প্রেমিক’। এ পদটির জন্যই আশ্রয়বাক্য দু’টির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এ সম্পর্কের ফলে অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়েছে।

**সহানুমানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Syllogism) :** সহানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা এর কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি। সহানুমানের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

**১. প্রত্যেক সহানুমানে তিনটি যুক্তিবাক্য থাকে :** একটি সহানুমান গঠিত হয় তিনটি যুক্তিবাক্য নিয়ে। এ তিনটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে দু’টি হলো আশ্রয়বাক্য এবং একটি হলো সিদ্ধান্ত। যেমন-

সকল প্রাণি হয় জীব

সকল শামুক হয় প্রাণি

∴ সকল শামুক হয় জীব

প্রদত্ত সহানুমানটিতে ‘সকল প্রাণি হয় জীব’ ও ‘সকল শামুক হয় প্রাণি’ হলো আশ্রয়বাক্য এবং ‘সকল শামুক হয় জীব’ হলো সিদ্ধান্ত।

**২. সহানুমানের সিদ্ধান্ত সকল ক্ষেত্রে যুক্তভাবে আশ্রয়বাক্য দু’টি থেকে অনুমিত হয় :** কোনো ক্ষেত্রেই সহানুমানের সিদ্ধান্ত পৃথকভাবে যে কোনো একটি আশ্রয়বাক্য থেকে অনুমিত হয় না। উপরোল্লিখিত উদাহরণটিতে ‘সকল শামুক হয় জীব’-এই সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্য দু’টির যে কোনো একটি থেকে অনুমিত হয়নি। যুক্তভাবে উভয় আশ্রয়বাক্য থেকেই অনুমিত হয়েছে। এ কারণে সহানুমান এক ধরনের মাধ্যম অনুমান এবং আমধ্যম অনুমান থেকে ভিন্ন। কারণ, আমধ্যম অনুমানে সিদ্ধান্তটি একটি মাত্র আশ্রয়বাক্য থেকে নিঃসৃত হয়।

৩. সহানুমানের আশ্রয়বাক্য দু'টির মধ্যে একটি সাধারণ অংশ থাকে : সহানুমানের সংজ্ঞা থেকেই আমরা জানি যে, সহানুমানের আশ্রয়বাক্য দু'টির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে। আশ্রয়বাক্য দু'টির মধ্যে এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করে একটি সাধারণ অংশ যেমন—

সকল বিজ্ঞানী হয় সৃজনশীল

সকল অবিষ্কারক হয় বিজ্ঞানী

∴ সকল অবিষ্কারক হয় সৃজনশীল।

এখানে আশ্রয়বাক্য দু'টির মধ্যকার সাধারণ অংশ হলো বিজ্ঞানী। এই বিজ্ঞানী পদটিই আশ্রয়বাক্য দু'টির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এ সম্পর্কের ফলেই নিঃসৃত হয়েছে সিদ্ধান্ত।

৪. সহানুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যগুলো থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় : যে কোনো দু'টি আশ্রয়বাক্য থেকেই সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না। শুধু মাত্র যেসব আশ্রয়বাক্যের মধ্যে একটি পরস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে শুধুমাত্র সেসব আশ্রয়বাক্য অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়। সহানুমানের দু'টি আশ্রয় বাক্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এর সিদ্ধান্ত। যেমন—

সকল প্রাণি হয় মরণশীল

সকল বাঘ হয় প্রাণি

∴ সকল বাঘ হয় মরণশীল।

এ উদাহরণটিতে আশ্রয়বাক্য দু'টির মধ্যে সাধারণ পদ 'প্রাণি' উপস্থিত থাকার ফলে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে এবং এ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ভিত্তিতেই অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্ত 'সকল বাঘ হয় মরণশীল' নিঃসৃত হয়েছে।

৫. সহানুমানের সিদ্ধান্ত কখনো আশ্রয়বাক্যের চেয়ে অধিক ব্যাপক হতে পারে না : সহানুমান হলো এক বিশেষ ধরনের অবরোহ অনুমান। তাই এর সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে অধিক ব্যাপক হতে পারে না। সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে কম ব্যাপক বা সমব্যাপক হতে পারে। এ বৈশিষ্ট্যের জন্যই সহানুমান আরোহ অনুমান থেকে ভিন্ন।

৬. সহানুমানের সিদ্ধান্তের সত্যতা আশ্রয়বাক্যের সত্যতা দ্বারা নির্ধারিত হয় : সহানুমান এক ধরনের অবরোহ অনুমান বলে এর বস্তুগত সত্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা হয় না। সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্য থেকে যথাসময় নিয়ম অনুসরণ করে নিঃসৃত করা হয়েছে কি-না তাই হলো প্রধান বিবেচ্য বিষয়। অর্থাৎ অবরোহ অনুমান হিসেবে সহানুমানের প্রধান লক্ষ্য হলো আকারগত বা রূপগত সত্যতা। সিদ্ধান্তটি আশ্রয়বাক্যগুলো থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হলেই সহানুমানটি বৈধ হয়। তবে, সহানুমানের আশ্রয়বাক্যগুলো বস্তুগতভাবে সত্যহলে সিদ্ধান্তটিও বাস্তবে সত্য হয়। কিন্তু আশ্রয়বাক্য মিথ্যা হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হয়। যেমন—

সকল মানুষ হয় মরণশীল

কোনো ফেরেশতা নয় মরণশীল

∴ কোনো ফেরেশতা নয় মানুষ।

এ সহানুমানটি আকারগতভাবে বৈধ এবং বস্তুগতভাবে সত্য। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি সহানুমানের নিয়মঅনুসারে নিঃসৃত হয়েছে এবং আশ্রয়বাক্যগুলো বাস্তবে সত্য। কিন্তু

সকল মানুষ হয় অমর

সকল কবি হয় মানুষ

∴ সকল কবি হয় অমর

এ সহানুমানটির সিদ্ধান্ত বস্তুগতভাবে মিথ্যা। কারণ এর একটি আশ্রয়বাক্য বস্তুগতভাবে মিথ্যা। তবে অনুমানটি আকারগতভাবে বৈধ। কারণ এর সিদ্ধান্তটি সহানুমানের নিয়ম অনুসারে নিঃসৃত হয়েছে।



### সারসংক্ষেপ

যে মাধ্যম অবরোহ অনুমানে যুক্তভাবে দু'টি আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তটি অনিবার্যভাবে অনুমিত হয়, তাকে সহানুমান বলে। সহানুমান সর্বদা যুক্তভাবে দু'টি আশ্রয়বাক্য থেকে অনুমিত হয় বলে এর সিদ্ধান্ত কোনো ক্ষেত্রেই আশ্রয়বাক্যগুলো অপেক্ষা ব্যাপক হতে পারে না। আমরা এ পাঠে সহানুমানের ছয়টি বৈশিষ্ট্য শিখেছি। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে সহজেই সহানুমানকে চিহ্নিত করা যায়।



### পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। একটি সহানুমাণে কয়টি পদ থাকে?

(ক) ২টি

(খ) ৩টি

(গ) ৪টি

(ঘ) ৫টি

২। সহানুমাণ হলো এক প্রকার:

(ক) অমাধ্যম অনুমাণ

(খ) মাধ্যম অনুমাণ

(গ) সংক্ষিপ্ত অনুমাণ

(ঘ) প্রত্যক্ষ অনুমাণ

৩। সহানুমাণের সিদ্ধান্ত -

(i) আশ্রয়বাক্যের চেয়ে অধিক ব্যাপক হতে পারে না

(ii) আশ্রয়বাক্যের চেয়ে অধিক ব্যাপক হতে পারে

(iii) আশ্রয়বাক্যের সমব্যাপক হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii



## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সহানুমানের শ্রেণিকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন
- সহানুমানের প্রকারভেদগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন।



## সহানুমানের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Syllogism):

সহানুমান প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

- ক. অমিশ্র সহানুমান
- খ. মিশ্র সহানুমান

**অমিশ্র সহানুমান:** যে সহানুমানের আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত একই ধরনের যুক্তিবাক্য তাকে অমিশ্র সহানুমান বলে। অমিশ্র সহানুমানে ব্যবহৃত যুক্তিবাক্যগুলো একই প্রকৃতি সম্পন্ন হয়; অর্থাৎ তিনটি যুক্তিবাক্যই নিরপেক্ষ অথবা প্রাকল্পিক অথবা বৈকল্পিক বাক্য হয়। যেমন-

- সকল সৎ লোক হয় সম্মানিত
- সকল শিক্ষক হয় সৎ লোক
- ∴ সকল শিক্ষক হয় সম্মানিত।

এ সহানুমানটির তিনটি যুক্তিবাক্যই নিরপেক্ষ। তাই এটি একটি অমিশ্র সহানুমান।

অমিশ্র সহানুমান তিন প্রকার; যথা-

১. নিরপেক্ষ সহানুমান (Categorical Syllogism)
২. প্রাকল্পিক সহানুমান (Hypothetical Syllogism)
৩. বৈকল্পিক সহানুমান (Disjunctive Syllogism)

**নিরপেক্ষ সহানুমান:** যে সহানুমানের তিনটি যুক্তিবাক্যই নিরপেক্ষ বাক্য অর্থাৎ উভয় আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ বাক্য তাকে নিরপেক্ষ সহানুমান বলে। যেমন-

- সকল দার্শনিক হয় মানবতাবাদী
- কিছু কবি হয় মানবতাবাদী
- কিছু কবি হয় দার্শনিক

এ সহানুমানটির তিনটি যুক্তিবাক্যই নিরপেক্ষ বাক্য; তাই এটি একটি নিরপেক্ষ সহানুমান।

**প্রাকল্পিক সহানুমান:** যে সহানুমানের তিনটি বাক্যই প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য অর্থাৎ আশ্রয়বাক্য দু'টি ও সিদ্ধান্ত প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য, তাকে প্রাকল্পিক সহানুমান বলে।

- যদি জনগণ সচেতন হয়, তবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়
- যদি জনগণ দেশপ্রেম জাগ্রত হয়, তবে জনগণ সচেতন হয়
- অতএব যদি জনগণের দেশপ্রেম জাগ্রত হয়, তবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়

এখানে প্রদত্ত সহানুমানটির তিনটি যুক্তিবাক্যই প্রাকল্পিক বাক্য, তাই এটি একটি প্রাকল্পিক সহানুমান।

**বৈকল্পিক সহানুমান:** যে সহানুমানের তিনটি যুক্তিবাক্যই বৈকল্পিক বাক্য অর্থাৎ আশ্রয়বাক্য দু'টি ও সিদ্ধান্ত বৈকল্পিক বাক্য তাকে বৈকল্পিক সহানুমান বলে। যেমন-

- হয় দেশে গণতন্ত্র আছে অথবা দেশে সুশাসন চলছে
- হয় দেশে গণতন্ত্র আছে অথবা দেশ উন্নত হচ্ছে
- ∴ হয় দেশ উন্নত হচ্ছে অথবা দেশে সুশাসন চলছে।

উল্লিখিত সহানুমানটির তিনটি যুক্তিবাক্যই বৈকল্পিক বাক্য। তাই এটি একটি বৈকল্পিক সহানুমান।

**মিশ্র সহানুমান :** যে সহানুমানের যুক্তিবাক্যগুলো অর্থাৎ আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত একই জাতীয় বাক্য না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বাক্য হয় তাকে মিশ্র সহানুমান বলে। যেমন-

- যদি আশ্বিন মাসে বৃষ্টি হয় তবে ধানের ফলন ভাল হয়
- আশ্বিন মাসে বৃষ্টি হয়েছে
- ∴ ধানের ফলন ভাল হবে।

এ সহানুমানটির যুক্তিবাক্য তিনটি ভিন্ন জাতীয়। প্রধান আশ্রয়বাক্যটি একটি প্রাকল্পিক বাক্য এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত হলো নিরপেক্ষ বাক্য। তাই এটি হলো একটি মিশ্র সহানুমান। আমরা মিশ্র সহানুমান নিয়ে ইউনিট-৯ এ বিস্তারিত আলোচনা করবো।

মিশ্র সহানুমান তিন প্রকার; যথা-

১. প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান (Hypothetical Categorical Syllogism)
২. বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান (Disjunctive Categorical Syllogism)
৩. দ্বিকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান (Dilemma Inference)

প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান আবার দুই প্রকার; যথা-

১. গঠনমূলক প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান (Constructive Hypothetical Categorical Syllogism)
২. অস্বীকৃতিমূলক প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান (Destructive Hypothetical Categorical Syllogism)

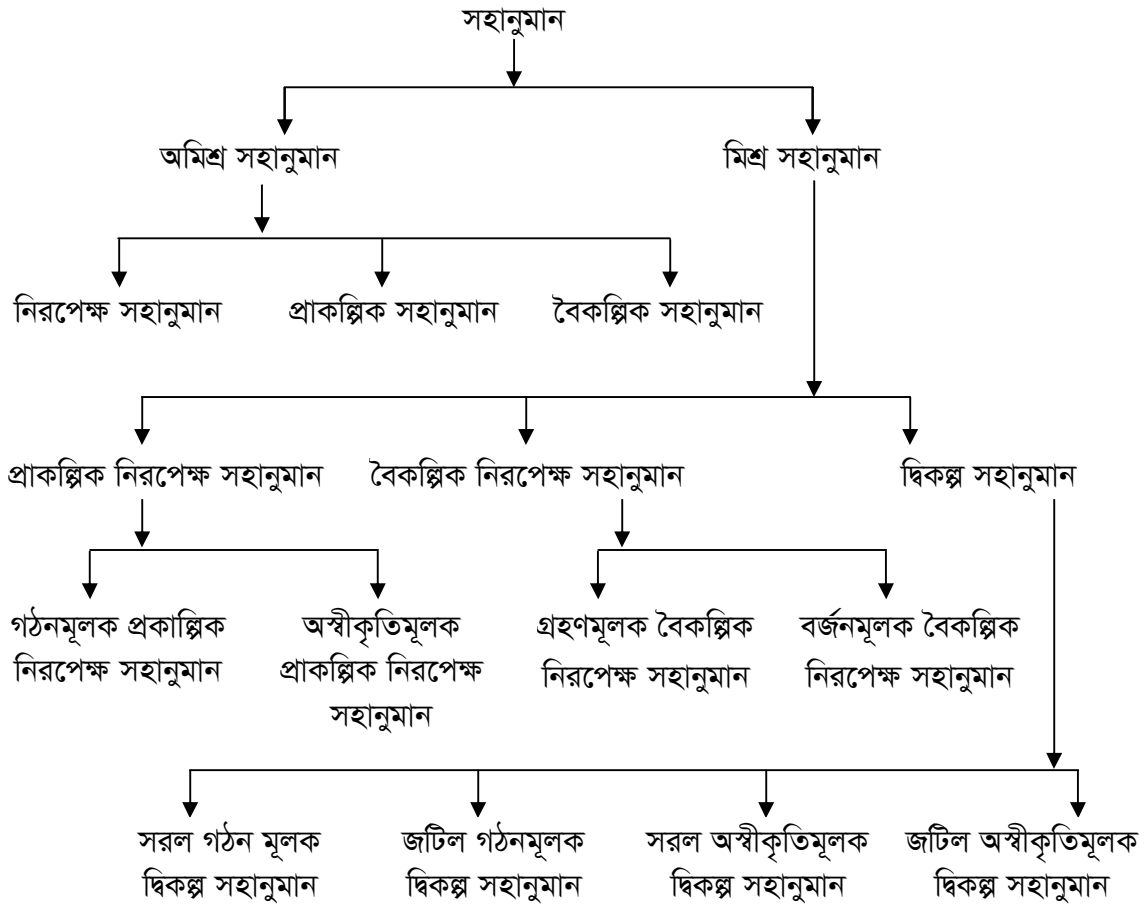
বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান দুই প্রকার; যথা-


১. গ্রহণমূলক বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান (Inclusive Disjunctive Categorical Syllogism)
২. বর্জনমূলক বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান (Exclusive Disjunctive Categorical Syllogism)

দ্বিকল্পকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

১. সরল গঠনমূলক দ্বিকল্প (Simple Constructive Dilemma)
২. জটিল গঠনমূলক দ্বিকল্প (Complex Constructive Dilemma)
৩. সরল অস্বীকৃতিমূলক দ্বিকল্প (Simple Destructive Dilemma)
৪. জটিল অস্বীকৃতিমূলক দ্বিকল্প (Complex Destructive Dilemma)

নিম্নে সহানুমানের শ্রেণিবিভাগ একটি ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হলো



	<b>শিক্ষার্থীর কাজ</b>	সহানুমানের শ্রেণিবিভাগের একটি ছক তৈরি করুন।
---	------------------------	---





## সারসংক্ষেপ

সহানুমান মূলত: দুই প্রকার; যথা: মিশ্র সহানুমান ও অমিশ্র সহানুমান। অমিশ্র সহানুমান আবার তিন প্রকার: নিরপেক্ষ সহানুমান, প্রাকল্পিক সহানুমান ও বৈকল্পিক সহানুমান। মিশ্র সহানুমান তিন প্রকার; যথা: প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান, বৈকল্পিক নিরপেক্ষ সহানুমান এবং দ্বিকল্প অনুমান।



## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। সহানুমান প্রধানত কত প্রকার?  
 (ক) ২ প্রকার                      (খ) ৩ প্রকার                      (গ) ৪ প্রকার                      (ঘ) ৫ প্রকার
- ২। যদি জনগণ সচেতন হয়, তবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়  
 যদি জনগণ দেশপ্রেম জাগ্রত হয়, তবে জনগণ সচেতন হয়  
 ∴ যদি জনগণের দেশপ্রেম জাগ্রত হয়, তবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়-এটি কোন্ ধরনের সহানুমান?  
 (ক) নিরপেক্ষ সহানুমান      (খ) প্রাকল্পিক সহানুমান      (গ) বৈকল্পিক সহানুমান      (ঘ) মিশ্র সহানুমান
- ৩। নিচের কোন্টি মিশ্র সহানুমান?  
 (ক) নিরপেক্ষ সহানুমান      (খ) প্রাকল্পিক সহানুমান      (গ) বৈকল্পিক সহানুমান      (ঘ) দ্বিকল্প সহানুমান

## পাঠ-৮.৪

## সহানুমানের গঠন ও নিয়মাবলি (Structure and Rules of Syllogism)



## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সহানুমানের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন
- সহানুমানের সাধারণ নিয়মাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন
- সহানুমানের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপাপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



**সহানুমানের গঠন (Structure of Syllogism) :** আই. এম. কপি (I.M. Copi) এবং কার্ল কোহেন (Carl Cohen) বলেন, একটি নিরপেক্ষ সহানুমান তখনই নিয়ম অনুসারে আদর্শ আকারের (Structure form) থাকবে যখন তার আশ্রয়বাক্য দু'টি ও সিদ্ধান্তটি নির্দিষ্ট আকারের নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য হবে এবং

যথাযথভাবে বিন্যাস্ত থাকবে। প্যাট্রিক জে. হার্লি (Patrick J. Hurley) বলেন যে, 'তিনটি নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য বিশিষ্ট একটি নিরপেক্ষ সহানুমানকেই কেবল আদর্শ আকারে রূপান্তরিত করা যায়। একটি নিরপেক্ষ সহানুমানে দু'টি আশ্রয়বাক্যের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্কের ভিত্তিতে অনিবার্যভাবে একটি সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়। নিরপেক্ষ সহানুমানে তিনটি যুক্তিবাক্য থাকে। তিনটি যুক্তিবাক্যে তিনটি পদ থাকে। তিনটি পদের প্রত্যেকটি একই অর্থে আশ্রয়বাক্য দু'টিতে ব্যবহৃত হয়। তিনটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে পদ তিনটি দুই বার করে ব্যবহৃত হয়। সহানুমানে ব্যবহৃত পদ তিনটিকে যুক্তিবিদগণ তিনটি বিশেষ নামে অভিহিত করেন। যথা-

১. প্রধান পদ বা সাধ্য পদ (Major Term)
২. অপ্রধান পদ বা পক্ষপদ (Minor Term)
৩. মধ্য পদ বা হেতু পদ (Middle Term)

যুক্তিবিদ্যায় আলোচনার সুবিধার জন্য এ তিনটি পদের তিনটি সাংকেতিক নাম ব্যবহার করা হয়। যেমন-

পদের নাম	সাংকেতিক নাম	কিভাবে সংকেত এলো
প্রধান বা সাধ্য পদ	P	Predicate of the Conclusion
অপ্রধান বা পক্ষ পদ	S	Subject of the Conclusion
মধ্য পদ বা হেতু	M	Middle Term

প্রধান পদ: সহানুমানের সিদ্ধান্তের বিধেয় পদকে বলে প্রধান পদ। প্রধান পদকে P দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়।

অপ্রধান: সহানুমানের সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য পদকে বলে অপ্রধান পদ। অপ্রধান পদকে S দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়।

মধ্যপদ: সহানুমানের সিদ্ধান্তে যে পদটি অনুপস্থিত থাকে এবং আশ্রয়বাক্য দু'টিতে উপস্থিত থেকে আশ্রয়বাক্য দু'টির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে মধ্যপদ বলে। সহানুমানে মধ্যপদ সম্পর্ক স্থাপনকারী হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মধ্যপদের প্রতীক হলো M।

উদাহরণ: সকল মানুষ হয় মরণশীল

সকল প্রেসিডেন্ট হয় মানুষ

সকল প্রেসিডেন্ট হয় মরণশীল

এ সহানুমানটিতে 'মরণশীল' পদটি প্রধান পদ, প্রেসিডেন্ট হলো অপ্রধান পদ এবং 'মানুষ' হলো মধ্যপদ। সহানুমানে ব্যবহৃত যুক্তিবাক্য তিনটির ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। পদের নাম অনুসারে আশ্রয়বাক্য দু'টির নামকরণ করা হয়। আর আশ্রয়বাক্য দু'টি থেকে যেটি নিঃসৃত হয় সেটির নাম সিদ্ধান্ত। তাহলে সহানুমানের বাক্য তিনটির নাম হলো:

১. প্রধান আশ্রয়বাক্য
২. অপ্রধান আশ্রয়বাক্য
৩. সিদ্ধান্ত

**প্রধান আশ্রয়বাক্য:** সহানুমানের যে আশ্রয়বাক্যটিতে প্রধান পদ থাকে তাকে প্রধান আশ্রয়বাক্য বলে। প্রধান আশ্রয়বাক্য গঠিত হয় প্রধান পদ ও মধ্যপদ নিয়ে। উপরের সহানুমানটিতে 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' হলো প্রধান আশ্রয়বাক্য।

**অপ্রধান আশ্রয়বাক্য:** সহানুমানের যে আশ্রয়বাক্যে অপ্রধান পদ থাকে তাকে অপ্রধান আশ্রয়বাক্য বলে। অপ্রধান আশ্রয়বাক্য গঠিত হয় অপ্রধান পদ ও মধ্যপদ নিয়ে। উল্লিখিত উদাহরণটিতে 'সকল প্রেসিডেন্ট হয় মানুষ' হলো একটি অপ্রধান আশ্রয়বাক্য।

**সিদ্ধান্ত:** প্রধান ও অপ্রধান আশ্রয়বাক্যের মধ্যকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে ভিত্তিতে অনিবার্যভাবে যে যুক্তিবাক্যটি নিঃসৃত হয় তাকে বলে সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তটি গঠিত হয় প্রধান পদ ও অপ্রধান পদ নিয়ে। প্রদত্ত উদাহরণটিতে 'সকল প্রেসিডেন্ট হয় মরণশীল' হলো সিদ্ধান্ত।

নিম্নে আদর্শ আকার সহানুমানের একটি কাঠামো তুলে ধরা হলো:

পরিমাণজ্ঞাপক শব্দ	সংযোজক	প্রধান আশ্রয়বাক্য প্রধান পদ ধারণ করে
পরিমাণজ্ঞাপক শব্দ	সংযোজক	অপ্রধান আশ্রয়বাক্য অপ্রধান পদ ধারণ করে
পরিমাণজ্ঞাপক শব্দ	সংযোজক	সিদ্ধান্ত

**বাস্তব উদাহরণ:**

বাক্যের নাম	যুক্তি	আকারগত রূপ
প্রধান আশ্রয়বাক্য	(A)সকল মানুষ হয় মরণশীল	All M are P
অপ্রধান আশ্রয়বাক্য	(A)সকল খেলোয়ার হয় মানুষ	All S are M
সিদ্ধান্ত	(A)সকল খেলোয়াড় হয় মরণশীল	All S are P

সহানুমানে মধ্যপদের ভূমিকা : সহানুমানের গঠন ও প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সহানুমানে যে দু'টি আশ্রয়বাক্য থাকে তারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আশ্রয়বাক্যের মধ্যে এ প্রয়োজনীয় সম্পর্ক স্থাপন করে মধ্য পদ। মধ্যপদ উপস্থিত না থাকলে আশ্রয়বাক্যদ্বয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়না। মধ্যপদ, প্রধান আশ্রয়বাক্যের প্রধান পদের সাথে, আর অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অপ্রধান পদের সাথে উপস্থিত থাকার ফলে প্রধান ও অপ্রধান আশ্রয়বাক্যের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। উভয় আশ্রয়বাক্যের মধ্যে এরূপ একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কারণেই আশ্রয়বাক্য দু'টি থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, মধ্যপদ না থাকলে আশ্রয়বাক্য দু'টির মধ্যে কোনো সম্পর্ক সৃষ্টি হতো না। সেক্ষেত্রে আশ্রয়বাক্য দু'টি থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হওয়া সম্ভব হতো না। তাই দেখা যায়, সহানুমানে মধ্যপদই আশ্রয়বাক্য দু'টির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য ভাবে অনুমিত হয়।

**সহানুমানের নিয়মাবলি (Rules of Syllogism) :** সহানুমানে প্রকিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কতগুলো নিয়ম মেনে চলা হয়। এ নিয়মগুলোর যে কোনটি লঙ্ঘন করলে অনুপপত্তি ঘটে এবং সহানুমান শুদ্ধ বা বৈধ বলে স্বীকৃত হয় না। সহানুমানের সাধারণ নিয়মগুলো এবং এদের লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

**নিয়ম-১:** প্রত্যেক সহানুমানে কেবলমাত্র তিনটি যুক্তিবাক্য থাকবে। সহানুমানে দু'টি আশ্রয়বাক্যের মধ্যকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দু'টি আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত মিলে তিনটি যুক্তিবাক্য থাকে। যদি কোনো অনুমানে দু'টি যুক্তিবাক্য থাকে তাহলে তা হয় অমধ্যম অনুমান; আর যদি তিনটির বেশি যুক্তিবাক্য থাকে তাহলে তাকে বলা হয় সিরিজ সহানুমান (Train of Syllogism)।

**নিয়ম-২:** প্রত্যেক সহানুমানে কেবল তিনটি পদ থাকবে। একটি সহানুমানে মধ্যপদের সাহায্যে দু'টি পদের (প্রধান ও অপ্রধান পদের) মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। তাই কোনো সহানুমানে তিনটি মাত্র পদ থাকতে পারে। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে কোনো সহানুমানে তিনটির পরিবর্তে চারটি পদ ব্যবহার 'চতুষ্পদী অনুপপত্তি' ঘটে। যেমন- প্রধানমন্ত্রী দেশ পরিচালনা করেন - প্রধানমন্ত্রী এমন ব্যক্তি যিনি দেশ পরিচালনা করেন রাজনৈতিক দল প্রধানমন্ত্রীকে পরিচালনা করে - রাজনৈতিক দল এমন সংগঠন যা প্রধানমন্ত্রীকে পরিচালনা করে  
∴ রাজনৈতিক দল দেশ পরিচালনা করে ∴ রাজনৈতিক দল এমন সংগঠন যা দেশ পরিচালনা করে।

এ অনুমানটিতে তিনটির পরিবর্তে চারটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে; যথা- (১) প্রধানমন্ত্রী (২) রাজনৈতিক দল, (৩) যিনি দেশ পরিচালনা করেন, এবং (৪) যা প্রধানমন্ত্রীকে পরিচালনা করে। তাই এ অনুমানটিতে চতুষ্পদী অনুপপত্তি ঘটেছে।

সহানুমানের ক্ষেত্রে কেবল তিনটি পদ থাকলেই হবে না; বরং প্রত্যেকটি পদকে একই অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে। কোনো পদ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হলে দ্ব্যর্থক অনুপপত্তি ঘটবে। দ্ব্যর্থক অনুপপত্তি তিন ধরনের হতে পারে। যেমন-

১. দ্ব্যর্থক প্রধান পদজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Ambiguous Major Term)
২. দ্ব্যর্থক অপ্রধান পদজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Ambiguous Minor Term)
৩. দ্ব্যর্থক মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Ambiguous Middle Term)

**১. দ্ব্যর্থক প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি:** কোনো সহানুমানের প্রধান পদ যদি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে দ্ব্যর্থক প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন-

- সকল মূর্খ লোক হয় অন্ধ (অজ্ঞান)
- সকল ভিখারী হয় মূর্খ
- সকল ভিখারী হয় অন্ধ (দৃষ্টিহীন)

এখানে প্রধান পদ 'অন্ধ' প্রধান আশ্রয়বাক্য 'অজ্ঞান' অর্থে এবং সিদ্ধান্তে 'দৃষ্টিহীন' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এ অনুমানটিতে দ্ব্যর্থক প্রধান পদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

**২. দ্ব্যর্থক অপ্রধান পদজনিত অনুপপত্তি :** কোনো সহানুমানের অপ্রধান পদ যদি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে দ্ব্যর্থক অপ্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন—

কোনো মানুষ নয় ডানায়ুক্ত  
সকলদ্বিজ (ব্রাহ্মণ) হয় মানুষ  
কোনো দ্বিজ (পাখি) নয় ডানায়ুক্ত।

এখানে অপ্রধান পদ 'দ্বিজ' অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্রাহ্মণ এবং সিদ্ধান্তে পাখি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে অনুমানটিতে দ্ব্যর্থক অপ্রধান পদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

**৩. দ্ব্যর্থক মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি :** কোনো সহানুমানের মধ্যপদ যদি প্রধান আশ্রয় বাক্যে এক অর্থে এবং অপ্রধান আশ্রয় বাক্যে অন্য অর্থে অর্থাৎ দ্ব্যর্থকভাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে দ্ব্যর্থক মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন—

সকল কুমার হয় অবিবাহিত  
সকল মাটির পুতুল নির্মাতা হয় কুমার

∴ সকল মাটির পুতুল নির্মাতা হয় অবিবাহিত।

এ অনুমানটিতে মধ্যপদ কুমার প্রধান আশ্রয়বাক্যে এক অর্থে এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এ অনুমানটিতে দ্ব্যর্থক মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

**নিয়ম-৩:** সহানুমানের মধ্যপদকে আশ্রয়বাক্যগুলোতে অন্তত একবার ব্যাপ্য হতে হবে।

সহানুমাণে মধ্যপদের কাজ হলো সিদ্ধান্তে প্রধান পদ ও অপ্রধান পদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ (স্বীকৃতিমূলক বা অস্বীকৃতিমূলক) স্থাপন করা। একই মধ্যপদের সাথে প্রধান পদ ও অপ্রধান পদের সম্পর্ক দেখিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু মধ্যপদটি যদি একটি আশ্রয়বাক্যেও পূর্ণ ব্যাপ্য না হয় তাহলে প্রধান পদটি মধ্যপদের ব্যক্ত্যর্থের একটি অংশের সাথে এবং অপ্রধান পদটি মধ্যপদের ব্যক্ত্যর্থের অন্য অংশের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে মধ্যপদটি প্রধান পদ ও অপ্রধান পদের সাধারণ বন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারে না। ফলে সিদ্ধান্তে প্রধান পদ ও অপ্রধান পদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে না। তাই সহানুমাণে মধ্যপদটি অন্তত একটি আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য না হলে প্রধান ও অপ্রধান পদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই সহানুমানের মধ্যপদকে আশ্রয়বাক্যগুলোতে অন্তত একবার ব্যাপ্য হতে হয়।

এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে অর্থাৎ সহানুমানের মধ্যপদ যদি দু'টি আশ্রয়বাক্যের কোনোটিতেই ব্যাপ্য না হয় তাহলে অব্যাপ্য মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Undistributed Middle) ঘটেবে। যেমন—

সকল পশু হয় প্রাণি  
সকল মানুষ হয় প্রাণি  
সকল মানুষ হয় পশু।

প্রদত্ত সহানুমানটিতে মধ্যপদ প্রাণি দু'টি আশ্রয়বাক্যের কোনোটিতেই ব্যাপ্য হয়নি। তাই এখানে অব্যাপ্য মধ্যপদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

**নিয়ম-৪:** সহানুমানের আশ্রয়বাক্যের কোনো অব্যাপ্য পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না; সহানুমান একটি অবরোধ অনুমান বলে সিদ্ধান্ত কখনো আশ্রয়বাক্য অপেক্ষা বেশি ব্যাপক হতে পারে না। ফলে কোনো পদ আশ্রয়বাক্যে আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সিদ্ধান্ত পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ গৃহীত হতে পারে না। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে অবৈধ প্রক্রিয়াজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Illicit Proccess) ঘটে।

অবৈধ প্রক্রিয়াজনিত অনুপপত্তি দুই প্রকার; যথা—

- ক. অবৈধ প্রধান পদজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Illicity Major)
- খ. অবৈধ অপ্রধান পদজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Illicity Minor)

**ক. অবৈধ প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি:** যদি সহানুমানের প্রধান পদটি প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য না হয়ে শুধু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয় তাহলে অবৈধ প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন—

সকল মানুষ হয় মরণশীল  
কোনো বানর নয় মানুষ

∴ কোনো বানর নয় মরণশীল।

এখানে প্রধান পদ মরণশীল প্রধান আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য, কিন্তু সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য। সুতরাং এ অনুমাণে অবৈধ প্রধান পদজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

**খ. অবৈধ অপ্রধান পদজনিত অনুপপত্তি:** যদি সহানুমানের অপ্রধান পদটি অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য না হয়ে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়ে যায় তাহলে অবৈধ অপ্রধান পদজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন—

কোনো মানুষ নয় হাতি  
সকল মানুষ হয় প্রাণি  
কোনো প্রাণি নয় হাতি।

এ সহানুমানটিতে অপ্রধান পদ ‘প্রাণি’ অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য না হয়ে সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে। তাই এ সহানুমাণে অবৈধ অপ্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

**নিয়ম-৫:** সহানুমানের দু’টি আশ্রয়বাক্যই নঞর্থক হলে কোনো সিদ্ধান্ত অনুমান করা যায় না। উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্বীকার করা হয় না। কাজেই উভয় আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে প্রধান আশ্রয়বাক্যে যেমন প্রধান পদের সাথে মধ্য পদের কোনো সম্বন্ধ থাকে না, তেমনি অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে মধ্যপদের সাথে অপ্রধান পদের সম্বন্ধ থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে প্রধান পদ ও অপ্রধান পদের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সহানুমানের দু’টি আশ্রয়বাক্যই নঞর্থক বা নেতিবাচক হতে পারে না।

এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে দু’টি নঞর্থক আশ্রয়বাক্যজনিত অনুপপত্তি ঘটে। যেমন-

কোনো মানুষ নয় চতুষ্পদ প্রাণি  
কোনো চতুষ্পদ প্রাণি নয় বুদ্ধিমান

∴ কোনো বুদ্ধিমান নয় মানুষ।

এখানে দু’টি আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ যথাযথ হয়নি। তাই যুক্তিটি একটি অশুদ্ধ যুক্তি।

**নিয়ম-৬:** সহানুমানের একটি আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে সিদ্ধান্তটি নঞর্থক হবে; আবার সিদ্ধান্তটি নঞর্থক হলে একটি আশ্রয়বাক্য অবশ্যই নঞর্থক হবে। আমরা জানি, সহানুমানের দু’টি আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সহানুমাণে সিদ্ধান্ত পেতে হলে একটি আশ্রয়বাক্য অবশ্যই সদর্থক হতে হবে। সহানুমানের একটি আশ্রয় বাক্যে মধ্যপদের সাথে অন্য পদের (প্রধান/অপ্রধান) সম্পর্ক থাকবে। নঞর্থক আশ্রয়বাক্যে মধ্যপদের সাথে অন্য পদের সম্পর্ক অস্বীকার করা হবে। এর অর্থ হলো প্রধান বা অপ্রধান পদের যে কোনো একটির সাথে মধ্যপদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তাই সিদ্ধান্তে প্রধান ও অপ্রধান পদের মধ্যে সম্পর্ককে অস্বীকার করতে হবে। অতএব, সিদ্ধান্ত নঞর্থক হবে। যেমন-

কোনো মানুষ নয় দেবতা  
সকল প্রেসিডেন্ট হয় মানুষ

∴ কোনো প্রেসিডেন্ট নয় দেবতা

প্রদত্ত যুক্তিটিতে একটি আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হয়েছে।

**নিয়ম-৭:** সহানুমানের দু’টি আশ্রয়বাক্য সদর্থক হলে সিদ্ধান্তটিও সদর্থক হবে; বিপরীতক্রমে সহানুমানের সিদ্ধান্ত সদর্থক হলে আশ্রয়বাক্য দু’টিও সদর্থক হবে। সহানুমানের দু’টি আশ্রয়বাক্য সদর্থক হলে উভয় আশ্রয়বাক্যই প্রধান পদ ও অপ্রধান পদের সাথে মধ্যপদের সম্পর্কের স্বীকৃতি প্রকাশ পায়। ফলে সিদ্ধান্তেও বিদ্যমান পদ দু’টির মধ্যে অর্থাৎ প্রধান পদ ও প্রধান পদের মধ্যে সম্পর্ক স্বীকৃতিমূলক হবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত সদর্থক হবে। অন্যদিকে সিদ্ধান্তটি সদর্থক হলে আশ্রয়বাক্য দু’টি অবশ্যই সদর্থক হবে। কারণ, যদি একটি আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্তটি ইতিবাচক হতে পারে না। যেমন-

সকল দার্শনিক হয় লেখক  
সকল বুদ্ধিজীবী হয় দার্শনিক  
সকল বুদ্ধিজীবী হয় লেখক

যুক্তিটিতে আশ্রয়বাক্য দু’টি সদর্থক হওয়ায় সিদ্ধান্তটি সদর্থক হয়েছে।

**নিয়ম-৮:** সহানুমানের দু’টি আশ্রয়বাক্য বিশেষ হলে কোনো শুদ্ধ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। আমরা জানি, I এবং O হচ্ছে বিশেষ যুক্তিবাক্য। তাই সহানুমানের প্রধান ও অপ্রধান আশ্রয়বাক্য বিশেষ হলে তাদের সম্ভাব্য আকার হবে II, IO, OI এবং OO। এ আকারগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এদেরকে আশ্রয়বাক্য হিসেবে গ্রহণ করে কোনো সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করা শুদ্ধ হয় না।

II দু’টি আশ্রয়বাক্যই বিশেষ সদর্থক বলে তাদের উদ্দেশ্য বা বিধেয় কোনো পদই ব্যাপ্য নয়। কিন্তু সহানুমাণে মধ্যপদকে আশ্রয়বাক্যে কমপক্ষে একবার ব্যাপ্য হতে হয়। তাই, II দু’টি আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে অব্যাপ্য মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি ঘটে।

IO বা OI দু’টি ক্ষেত্রেই মাত্র একটি ব্যাপ্য পদ, অর্থাৎ O যুক্তিবাক্যটির বিধেয় পদ ব্যাপ্য। IO বা OI এর একটি নঞর্থক বাক্য বলে সিদ্ধান্তটি নঞর্থক হবে। এর মানে হলো সিদ্ধান্তের বিধেয় পদ অর্থাৎ প্রধান পদটি ব্যাপ্য হবে। এখন, ব্যাপ্য পদটি আশ্রয় বাক্যে প্রধান পদ হলে অব্যাপ্য মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি ঘটবে। কিন্তু আশ্রয় বাক্যের ব্যাপ্য পদটি যদি মধ্যপদ হয় তাহলে অব্যাপ্য প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি ঘটবে।

OO উভয় আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে এক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত অনুমান করা সম্ভব নয়। কারণ সহানুমানের উভয় আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে ‘দু’টি নঞর্থক আশ্রয়বাক্য জনিত অনুপপত্তি ঘটে।

**নিয়ম-৯:** সহানুমানের একটি আশ্রয়বাক্য বিশেষ হলে সিদ্ধান্তটি অবশ্যই বিশেষ যুক্তিবাক্য হবে; আমরা দেখেছি যে, সহানুমানের দু'টি আশ্রয়বাক্য বিশেষ হলে কোনো শুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করা যায় না। তাই সহানুমানের একটি আশ্রয়বাক্য বিশেষ হলে অন্য আশ্রয়বাক্যটি অবশ্যই সর্বিক যুক্তিবাক্য হবে। তাহলে, সহানুমানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ আশ্রয়বাক্য ও একটি সার্বিক আশ্রয়বাক্য হলে আমরা আশ্রয়বাক্যে আটটি মিলিত রূপ পাই; যথা- AI, IA, AO, OA, EI, IE, EO এবং OE।

এ জোড়াগুলোর মধ্যে শুরুতেই EO ও OE বাদ দেওয়া যায়। কারণ, এই যুগলের দু'টি আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে এ যুগলের কোনোটি থেকেই কোনো সিদ্ধান্ত অনুমান করা যায় না।

IA বা AI আশ্রয়বাক্য দু'টি কেবল একটি পদকে অর্থাৎ A বাক্য তার উদ্দেশ্য পদকে ব্যাপ্য করে। এখানে অব্যাপ্য মধ্যপদ জনিত অনুপত্তি এড়ানোর জন্য এ ব্যাপ্য পদটিকে অবশ্যই মধ্যপদ হতে হবে। এখন প্রধান পদ ও অপ্রধান পদ অব্যাপ্য বলে সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্য হবে। যেহেতু I যুক্তিবাক্য তার উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে ব্যাপ্য করে না, তাই সিদ্ধান্তটি অবশ্যই I যুক্তিবাক্য হবে অর্থাৎ একটি বিশেষ যুক্তিবাক্য হবে।

OA বা AO আশ্রয়বাক্যগুলো মাত্র দু'টি পদকে ব্যাপ্য করে; যথা A যুক্তিবাক্য তার উদ্দেশ্য পদকে এবং O যুক্তিবাক্য তার বিধেয় পদকে ব্যাপ্য করে। একটি আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্তটি অবশ্যই নঞর্থক হবে এবং ফলে সিদ্ধান্তের বিধেয় পদটি অর্থাৎ প্রধান পদটি ব্যাপ্য হবে। তাহলে, ব্যাপ্য পদ দুইটির মধ্যে একটিকে প্রধান পদ এবং অন্যটিকে মধ্যপদ হতে হবে। অপ্রধান পদটি আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য থাকবে এবং সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্য হবে। তাহলে সিদ্ধান্তটি একটি বিশেষ যুক্তিবাক্য O হবে। কারণ O বাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য বলে প্রধান পদ ব্যাপ্য হবে এবং উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য বলে অপ্রধান পদ অব্যাপ্য থাকবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটি হবে একটি বিশেষ যুক্তিবাক্য।

**নিয়ম-১০:** সহানুমানের প্রধান আশ্রয়বাক্যটি বিশেষ যুক্তিবাক্য এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটি নঞর্থক যুক্তিবাক্য হলে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না।


সহানুমানের প্রধান আশ্রয়বাক্য বিশেষ এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে বিশেষ এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে আশ্রয়বাক্যে যেসব যুগল রূপ পাওয়া যায় তাহলো IO, IE, OE, OO। এক্ষেত্রে OE ও OO প্রথমই বাদ দেওয়া যায়। কারণ দু'টি নঞর্থক আশ্রয়বাক্য থেকে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। আবার IO থেকেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। কারণ সেক্ষেত্রে অব্যাপ্য মধ্যপদ জনিত অনুপত্তি বা 'অবৈধ প্রধান পদ জনিত অনুপত্তি' ঘটে (নিয়ম ৫ এর ব্যাখ্যানুসারে)।


IE যুগলের একটি আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে এর সিদ্ধান্তও নঞর্থক হবে। সিদ্ধান্ত নঞর্থক হওয়ায় এর বিধেয় পদটি অর্থাৎ প্রধান পদটি ব্যাপ্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এই প্রধান পদটি প্রধান আশ্রয়বাক্যে অর্থাৎ I বাক্যে অব্যাপ্য অবস্থায় থাকে। তাহলে এক্ষেত্রে অব্যাপ্য প্রধান পদ জনিত অনুপত্তি ঘটে। অর্থাৎ IE এর ক্ষেত্রেও শুদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত করা যায় না। অতএব, সহানুমানের প্রধান আশ্রয়বাক্যটি বিশেষ যুক্তিবাক্য এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটি নঞর্থক যুক্তিবাক্য হলে কোনো বৈধ সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় না।

**নিয়ম-১১:** আধুনিক যুক্তিবিদ জর্জ বুলের ভাষ্য অনুসারে যে সহানুমানের সিদ্ধান্তটি একটি বিশেষ যুক্তিবাক্য তার উভয় আশ্রয়বাক্য সার্বিক হতে পারে না।

এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে উভয় আশ্রয়বাক্য সার্বিক অথচ সিদ্ধান্ত বিশেষ যুক্তিবাক্য হলে দেখা যায় যে, দু'টি আশ্রয়বাক্য সার্বিক যুক্তিবাক্য হওয়ায় তাদের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য থাকে না। অর্থাৎ এই দু'টি আশ্রয়বাক্য কোনো প্রকারের ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব নির্দেশ করে। জর্জ বুলি (George Boole)-র মতে, সার্বিক বচনে কোনো কিছু অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয় না। বিশেষ বচনে কোনো কিছু অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয় বলে বিশেষ বচনকে অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাই, সিদ্ধান্তে বিশেষ বচন থাকায় তা ঘোষণা করে যে, অন্তত একটি ব্যক্তি বা বস্তু আছে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে নিঃসৃত হয় না এরূপ যুক্তির দোষকে বলা হয় অস্তিত্বমূলক অনুপত্তি (Existential Fallacy)।

কিন্তু চিরাচরিত নিয়মে দু'টি সার্বিক বচন থেকে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি বিশেষ যুক্তিবাক্য নিঃসৃত হতে পারে। কারণ চিরাচরিত মতে সকল প্রকার যুক্তিবাক্যেই অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য রয়েছে।

	<b>শিক্ষার্থীর কাজ</b>	সহানুমানের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করুন।
---	------------------------	-------------------------------------

	<b>সারসংক্ষেপ</b>
সহানুমানে তিনটি যুক্তিবাক্য থাকে। এদের মধ্যে দু'টি আশ্রয়বাক্য এবং একটি সিদ্ধান্ত। সহানুমানে তিনটি পদ থাকে এবং এ পদ গুলো তিনটি যুক্তিবাক্যে দুইবার করে ব্যবহৃত হয়। সিদ্ধান্তের বিধেয়কে প্রধান পদ, সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যকে অপ্রধান পদ এবং যে পদ দু'টি আশ্রয়বাক্যে থাকে কিন্তু সিদ্ধান্তে থাকে না তাকে হেতুপদ বা মধ্যপদ বলে। এ মধ্যপদই	

সহানুমাণে আশ্রয়বাক্যগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। এ পাঠে আমরা সহানুমাণের এগারোটি নিয়ম জেনেছি যেগুলো অনুসরণ না করলে যুক্তির বৈধতা- অবৈধতা যাচাই করা যায় না এবং বৈধভাবে যুক্তি প্রদান করা যায় না।



### পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সহানুমাণে মধ্যপদ-

- (i) সিদ্ধান্তে অনুপস্থিত থাকে(ii) আশ্রয়বাক্য দু'টিতে উপস্থিত থাকে
- (iii) আশ্রয়বাক্য দু'টির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

২। সকল কুমার হয় অবিবাহিত

সকল মাটির পুতুল নির্মাতা হয় কুমার

∴ সকল মাটির পুতুল নির্মাতা হয় অবিবাহিত।

- |  |   |
|--|---|
| (ক) দ্ব্যর্থক মধ্যপদ জনিত অনুপপত্তি    | (খ) দ্ব্যর্থক অপ্রধান পদজনিত অনুপপত্তি  |
| (গ) দ্ব্যর্থক প্রধান পদ জনিত অনুপপত্তি | (ঘ) দ্ব্যর্থক অব্যাপ্য পদজনিত অনুপপত্তি |

৩। নিরপেক্ষ সহানুমাণে -

- (i) তিনটি যুক্তিবাক্যে তিনটি পদ থাকে
- (ii) প্রত্যেকটি পদই একই অর্থে আশ্রয়বাক্য দু'টিতে ব্যবহৃত হয়
- (iii) তিনটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে পদ তিনটি দুই বার করে ব্যবহৃত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

### পাঠ-৮.৫

নিরপেক্ষ সহানুমাণ ও এরিস্টটলের সহানুমাণের সূত্র (Categorical Syllogism and Aristotle's Dictum)



## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরপেক্ষ সহানুমানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি জানতে পারবেন।
- এরিস্টটলের সহানুমানের সূত্র বর্ণনা করতে পারবেন।



**নিরপেক্ষ সহানুমানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Categorical Syllogism):** যে সহানুমানের দু'টি আশ্রয়বাক্য নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য এবং নিঃসৃত সিদ্ধান্তটিও একটি নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য তাকে নিরপেক্ষ সহানুমান বলে। এল. এস. স্টেবিং (L.S. Stebbing) তাঁর

*Introduction to Logic* বইয়ে বলেন, “নিরপেক্ষ সহানুমান হলো এমন যুক্তি পদ্ধতি যার মধ্যে তিনটি যুক্তিবাক্য ও তিনটি পদ থাকে এবং তারা এমনভাবে সম্পর্কিত যে যৌথভাবে প্রথম দু'টি আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে তৃতীয় বাক্যটি নিঃসৃত হয়।” (A categorical syllogism is a form of reasoning consisting of three propositions having between them three and only three terms, which are so related that the first two propositions jointly imply the third.)

আই. এম. কপি (I.M. Copi) এবং কার্ল কোহেন (Carl Cohen) বলেন, নিরপেক্ষ সহানুমান হলো এক ধরনের অবরোহ অনুমান যেখানে তিনটি নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য ও তিনটি পদ থাকে এবং প্রত্যেকটি যুক্তিবাক্য দুইটি করে পদ ধারণ করে। (A categorical syllogism is a deductive argument consisting of three categorical propositions that together contain exactly three terms, each of which occurs in exactly two of the constituent propositions.)

প্যাট্রিক জে. হার্লি (Patrick J. Hurley) একটু ভিন্নভাবে নিরপেক্ষ সহানুমানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, একটি নিরপেক্ষ সহানুমান তিনটি যুক্তিবাক্য নিয়ে গঠিত এবং আদর্শ আকারে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। (A categorical syllogism is a deductive argument consisting of three categorical propositions that is capable of being translated into standard form.)

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আমরা নিম্নোক্তভাবে নিরপেক্ষ সহানুমানকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি:

যে সহানুমানে দুইটি নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্যের মধ্যকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ভিত্তিতে অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য নিঃসৃত হয় এবং এ যুক্তিবাক্য তিনটিতে তিনটি পদ থাকে যা প্রতিটি যুক্তিবাক্যে দুইবার করে ব্যবহৃত হয় এবং সহানুমানটিকে আদর্শ আকারে রূপান্তরিত করা যায় তাকে নিরপেক্ষ সহানুমান বলে। যেমন-

A-সকল কবি হয় আবেগপ্রবণ

A-সকল ভাবুক হয় কবি

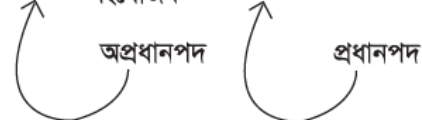
∴ A-সকল ভাবুক হয় আবেগপ্রবণ

এ উদাহরণটিতে দু'টি নিরপেক্ষ আশ্রয়বাক্য ‘সকল কবি হয় আবেগপ্রবণ’ ও ‘সকল ভাবুক হয় কবি’ রয়েছে। ‘কবি’ পদটি আশ্রয়বাক্য দু'টিতে সাধারণভাবে উপস্থিত থাকায় এদের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য ‘সকল ভাবুক হয় আবেগপ্রবণ’ নিঃসৃত হয়েছে। এ সহানুমানের তিনটি যুক্তিবাক্যে তিনটি পদ রয়েছে: আবেগপ্রবণ, ভাবুক ও কবি যা প্রতিটি যুক্তিবাক্যে দু'বার করে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে, আমরা নিরপেক্ষ সহানুমানের কাঠামোটি নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরতে পারি:

প্রধান আশ্রয়বাক্য (নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য) : পরিমাণজ্ঞাপক শব্দ ----- সংযোজক-----

অপ্রধান আশ্রয়বাক্য (নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য) : পরিমাণজ্ঞাপক শব্দ ----- সংযোজক-----

সিদ্ধান্ত (নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য) : পরিমাণজ্ঞাপক শব্দ ----- সংযোজক-----



**নিরপেক্ষ সহানুমানের প্রকৃতি:** উপরে আলোচিত নিরপেক্ষ সহানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা এর নিম্নোক্ত প্রকৃতি চিহ্নিত করতে পারি -

১. নিরপেক্ষ সহানুমানের তিনটি যুক্তিবাক্যই নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য।
২. একটি নিরপেক্ষ সহানুমানে কেবলমাত্র তিনটি পদ থাকতে পারে।
৩. প্রতিটি পদ সহানুমানটিতে দুইবার করে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।
৪. একটি নিরপেক্ষ সহানুমানকে সহজেই আদর্শ আকারে নিরপেক্ষ সহানুমানে রূপান্তরিত করা যায়।

এরিস্টটলের সহানুমানের সূত্র: Aristotle's Dictum : সকল প্রকার সহানুমানের বৈধতা পরীক্ষার জন্য যুক্তিবিদ্যার



জনক এরিস্টটল (Aristotle) একটি স্বতঃসিদ্ধ সূত্র উদ্ভবান করেন। এরিস্টটলের মূলসূত্র হলো ‘Dictum de omni et nullo’ যা মধ্যযুগীয় যুক্তিবিদগণ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। Deci de omni et nullo যার ইংরেজি অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, ‘Rule of all and none’ যার বাংলা অর্থ হলো সকলের সম্পর্কে এবং কোনো কিছু নয় সম্পর্কিত নিয়ম। আরো সহজভাবে বলা যায় একটি উক্তি যা সকল সম্পর্কে বা কারোর সম্পর্কে নয়। যুক্তিবিদগণ এ সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, কোনো পূর্ণ ব্যাপ্য পদ সম্পর্কে যা বিবৃত করা হয় (স্বীকার বা অস্বীকার), তা সেই পদবাচক যে কোনো বস্তু সম্পর্কে বিবৃত করা যায়। জে. এস. মিল (J. S. Mill) সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: কোনো শ্রেণী সম্পর্কে যা স্বীকার বা অস্বীকার করা যায় তা ঐ শ্রেণির সকল সদস্য সম্পর্কে বলা যায়।

এ সূত্রটি বিশ্লেষণ করলে এর দু’টি উপাদান অংশ পাওয়া যায়; যথা- ক. Dictum de omni ও খ. Dictum de nullo  
ক. **Dictum de omni:** এরিস্টটলের সূত্রের এ অংশটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যের সাথে সম্পর্কিত। যা কোনো শ্রেণিবাচক পদ সম্পর্কে স্বীকার করা যায় তা ঐ শ্রেণির অন্তর্গত সকল সদস্য সম্পর্কে স্বীকার করা যায়। যেমন-

১. সকল প্রাণির জীবন আছে
২. ডলফিন হয় প্রাণি
৩. অতএব, ডলফিনের জীবন আছে

খ. **Dictum de nullo:** সূত্রটির এ অংশটি সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্যের সাথে সম্পর্কিত। যা কোনো শ্রেণিবাচক পদ সম্পর্কে অস্বীকার করা যায় তা ঐ শ্রেণির কোনো উপজাত বা কোনো সদস্য সম্পর্কেও অস্বীকার করা যায়। যেমন-

১. কোনো প্রাণি নয় নিখুঁত
২. মানুষ হয় একটি প্রাণি
৩. অতএব কোনো মানুষ নয় নিখুঁত।

১নং বাক্য অনুসারে নিখুঁত কথাটি প্রাণি জাতি সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। ২নং বাক্য অনুসারে মানুষ হলো প্রাণির একটি উপজাতি। ৩নং বাক্য অনুসারে নিখুঁত কথাটি মানুষ সম্পর্কে অস্বীকার করা যায়।

Dictum de omni et nullo সূত্রটিকে বিশ্লেষণ করে অনুমানের আকারে সাজানো যায়:


১. কোনো শ্রেণি সম্পর্কে যা বিবৃত হয় : সকল মানুষ হয় মরণশীল
২. সেই শ্রেণির অন্তর্গত কোনো কিছু : সকল দার্শনিক হয় মানুষ
৩. সেই কোনো কিছু সম্পর্কেও তা বিবৃত হবে : সকল দার্শনিক হয় মরণশীল

এরিস্টটলের এ সূত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সহানুমানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষভাবে এ সূত্রটি থেকে নিঃসৃত হয়:

১. প্রত্যেক সহানুমানে তিনটি বাক্য থাকবে।
২. প্রত্যেক শ্রেণি সম্পর্কে যা বলা হয় তা ঐ শ্রেণির অন্তর্গত বিষয়সমূহ সম্পর্কেও বলা যায়।
৩. সহানুমানের মধ্যপদ অন্ততঃ একবার ব্যাপ্য হবে। কারণ এ সূত্রের প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে, কোনো শ্রেণি সম্পর্কে যা বলা হয় এবং এই শ্রেণিই হলো মধ্যপদ।
৪. সহানুমানের অন্ততঃ একটি আশ্রয়বাক্য সার্বিক হবে। (সূত্রের প্রথম অংশ অনুসারে)
৫. সহানুমানের অন্ততঃ একটি আশ্রয়বাক্য সদর্থক হবে (সূত্রের প্রথম অংশ অনুসারে)
৬. সহানুমানের কোনো আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হবে।

সহানুমানের নিয়মগুলোই কেবল এরিস্টটলের সূত্র থেকে নিঃসৃত করা যায় না, এ সূত্রের ভিত্তিতে আরো বলা যায় যে, কেবল প্রথম আকারের সহানুমানই যথার্থ। কারণ,

১. এ সূত্রানুসারে মধ্যপদ প্রধান আশ্রয়বাক্যে উদ্দেশ্য পদ ও অপ্রধান আশ্রয়বাক্য বিধেয় পদ। মধ্যপদের এমন অবস্থান প্রথম আকারেই দেখা যায়।
২. এ সূত্রানুসারে প্রধান আশ্রয়বাক্য অবশ্যই সার্বিক হবে এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্য অবশ্যই সদর্থক হবে। প্রকৃতপক্ষে এ দু’টি বৈশিষ্ট্য প্রথম আকারেই দেখা যায়। এসব কারণে এরিস্টটল প্রথম আকারের সহানুমানকে যুক্তিযুক্ত ও নিখুঁত মনে করতেন।

	<b>শিক্ষার্থীর কাজ</b>	এরিস্টটলের সহানুমানের সূত্রটির মূল তাৎপর্য লিখুন।
---	------------------------	---

	<b>সারসংক্ষেপ</b>
---	-------------------

নিরপেক্ষ সহানুমানের তিনটি যুক্তিবাক্যই নিরপেক্ষ বাক্য। অনুমানে তিনটি পদ যুক্তিবাক্যগুলোতে দুই বার করে ব্যবহৃত হয়। নিরপেক্ষ সহানুমানকে সহজেই আদর্শ আকারে রূপান্তরিত করা যায়। এরিস্টটল সকল প্রকার সহানুমানের বৈধতা পরীক্ষার জন্য একটি সূত্র উদ্ভাবন করেন। সূত্রটি হলো: dictum de omni et nullo.



### পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। “একটি নিরপেক্ষ সহানুমান তিনটি যুক্তিবাক্য নিয়ে গঠিত এবং আদর্শ আকারে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।” -এ উক্তিটি কোন্ যুক্তিবিদের?
 

(ক) এল. এস. স্টেবিং (L.S. Stebbing)	(খ) আই. এম. কপি (I.M. Copi)
(গ) কার্ল কোহেন (Carl Cohen)	(ঘ) প্যাট্রিক জে. হার্লি (Patrick J. Hurley)
- ২। Dictum de nullo: এরিস্টটলের সহানুমানের সূত্রটির এ অংশটি-
 

(ক) সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যের সাথে সম্পর্কিত
(খ) বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যের সাথে সম্পর্কিত
(গ) সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্যের সাথে সম্পর্কিত
(ঘ) বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যের সাথে সম্পর্কিত
- ৩। এরিস্টটলের সূত্র অনুসারে সহানুমানের কোন্ আকার যথার্থ?
 

(ক) প্রথম আকার	(খ) দ্বিতীয় আকার	(গ) তৃতীয় আকার	(ঘ) চতুর্থ আকার
----------------	-------------------	-----------------	-----------------

### পাঠ-৮.৬

### সংস্থান ও রূপ (Figure and Mood)



## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সহানুমানের বিভিন্ন সংস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সহানুমানের রূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন সংস্থানের বৈধ রূপসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।



**সংস্থান (Figure) :** সহানুমানের আশ্রয়বাক্য দু'টিতে মধ্যপদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের ফলে সহানুমান যে রূপ বা অবয়ব ধারণ করে তাকে সহানুমানের সংস্থান বা আকার বলে। আই. এম. কপি (I.M. Copi) এবং কার্ল কোহেন (Carl Cohen) বলেন, সংস্থান আশ্রয়বাক্যে মধ্যপদের অবস্থানকে নির্দেশ করে। সহানুমানের নিয়ম অনুসারে মধ্যপদটি প্রধান ও অপ্রধান উভয় আশ্রয়বাক্যেই উপস্থিত থাকে। কাজেই মধ্যপদটি প্রধান আশ্রয়বাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ হিসেবে এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যেও উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ হিসেবে যেকোনো প্রান্তে অবস্থান নিতে পারে। তাই সহানুমানে মধ্যপদের অবস্থান মোট চার প্রকার হতে পারে; যথা-

১. প্রধান আশ্রয়বাক্যের উদ্দেশ্য এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যের বিধেয় হিসেবে।
২. প্রধান ও অপ্রধান উভয় আশ্রয়বাক্যের বিধেয় হিসেবে।
৩. প্রধান ও অপ্রধান উভয় আশ্রয়বাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে।
৪. প্রধান আশ্রয়বাক্যের বিধেয় এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে।

সুতরাং সহানুমানের আকার বা সংস্থান হলো চার প্রকার; যথা-

১. প্রথম সংস্থান
২. দ্বিতীয় সংস্থান
৩. তৃতীয় সংস্থান
৪. চতুর্থ সংস্থান

**প্রথম সংস্থান:** যে সহানুমানের মধ্যপদটি প্রধান আশ্রয়বাক্যে উদ্দেশ্য এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়, সেই সহানুমানের আকারটিকে প্রথম সংস্থান বলে। যেমন-

রেখাচিত্র	প্রতীকী উদাহরণ	বাস্তব উদাহরণ
M ——— P	All M are P	(A) সকল মানুষ হয় মরণশীল
S ——— M	All S are M	(A) সকল অধ্যাপক হয় মানুষ
∴ S ——— P	∴ All S are P	(A) সকল অধ্যাপক হয় মরণশীল

**দ্বিতীয় সংস্থান:** যে সহানুমানের মধ্যপদটি দু'টি আশ্রয়বাক্যেই বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় সে সহানুমানের আকারকে দ্বিতীয় সংস্থান বলে। যেমন-

রেখাচিত্র	প্রতীকী উদাহরণ	বাস্তব উদাহরণ
P ——— M	No P are M	(E) কোনো ঘুষখোর নয় সৎ
S ——— M	Some S are M	(I) কিছু অফিসার হয় সৎ
∴ S ——— P	∴ Some S are not P	(O) কিছু অফিসার নয় ঘুষখোর

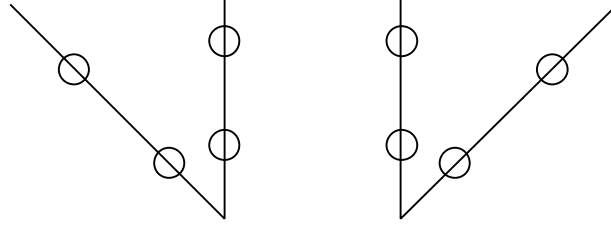
**তৃতীয় সংস্থান:** যে সহানুমানের দু'টি আশ্রয়বাক্যেই মধ্যপদ উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় সে সহানুমানের আকারকে তৃতীয় সংস্থান বলে। যেমন-

রেখাচিত্র	প্রতীকী উদাহরণ	বাস্তব উদাহরণ
M ——— P	All M are P	(A) সকল জ্ঞানী হয় বিনয়ী
M ——— S	No M are S	(I) কিছু জ্ঞানী হয় দার্শনিক
∴ S ——— P	∴ No S are P	∴ (I) কিছু দার্শনিক হয় বিনয়ী

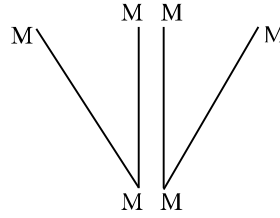
**চতুর্থ সংস্থান:** যে সহানুমানে মধ্যপদটি প্রধান আশ্রয়বাক্যে বিধেয় এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় সে সহানুমানের আকারকে চতুর্থ সংস্থান বলে। যেমন-

রেখাচিত্র	প্রতীকী উদাহরণ	বাস্তব উদাহরণ
P ——— M	All P are M	(A) সকল বাঘ হয় পশু
M ——— S	No M are S	(E) কোনো পশু নয় পাখি
∴ S ——— P	∴ No S are P	(E) কোনো পাখি নয় বাঘ

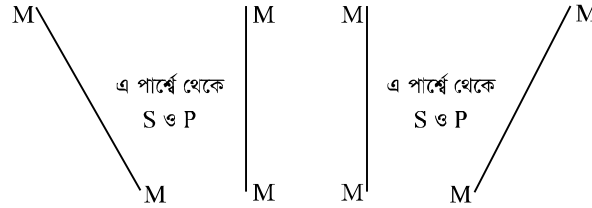
এখানে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রথম সংস্থানের বিপরীত হলো চতুর্থ সংস্থান এবং দ্বিতীয় সংস্থানের বিপরীত হলো তৃতীয় সংস্থান। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্থান মনে রাখলেই তৃতীয় চতুর্থ সংস্থান উল্লেখ করা সহজ। চারটি সংস্থানে মধ্যপদের অবস্থান মনে রাখার জন্য শার্টের কলারের আকৃতি ব্যবহার করলে ব্যাপাটি সহজ হয়ে যায়:



চারটি সংস্থানের রেখাচিত্রকে নিম্নোক্তভাবেও উপস্থাপন করা যায়:



অর্থাৎ চারটি সংস্থানে মধ্যপদের অবস্থান হলো এরকম:



**সহানুমানের রূপ (Moode of Syllogism) :** কোনো সহানুমানের যুক্তিবাক্য বা বচনগুলির গুণগত ও পরিমাণগত প্রকৃতির দ্বারা তার যে আকার নির্ধারিত হয় তাকে সেই সহানুমানের রূপ বা মূর্তি বলে। একটি সহানুমানের অন্তর্ভুক্ত তিনটি যুক্তিবাক্য রয়েছে- দু'টি আশ্রয়বাক্য ও একটি সিদ্ধান্ত। প্রত্যেকটি যুক্তিবাক্য গুণ ও পরিমাণ অনুসারে A বা E বা I বা O হতে পারে। পরিমাণ ও গুণ অনুসারে তিনটি যুক্তিবাক্য এরূপ হতে পারে- AAA, AII, AEE ইত্যাদি। এগুলোর এক একটিকে (যেমন- AAA) বলা হয় সহানুমানের রূপ। এটা হলো রূপের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থ। অপেক্ষাকৃত কম ব্যাপক অর্থে, শুধু দু'টি আশ্রয়বাক্যের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে সহানুমানের যে আকার নির্ধারিত হয় তাই রূপ হবে। যেমন- AA, AE, AI, AO, EA, EE, EI, EO, IA, IE, II, IO, OA, OE, OI, OO এই ১৬টি রূপ। আবার, সংকীর্ণ অর্থে নিলে সহানুমানের অন্তর্গত তিনটি যুক্তিবাক্যের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে যে সকল আকার শুদ্ধ হয় সেগুলিই রূপ হবে।

রূপের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে প্রত্যেক সংস্থানে তার সংখ্যা হবে,  $(8 \times 8 \times 8) = ৬৪$ ; তাহলে চারটি সংস্থানে তার রূপ হবে,  $৬৪ \times ৪ = ২৫৬$ টি। অর্থাৎ প্রধান ও অপ্রধান আশ্রয়বাক্য মিলে আমরা রূপ পাই ১৬টি; আবার এই ১৬টি রূপের প্রত্যেকটির সাথে সিদ্ধান্তে A, E, I ও O ৪টি যুক্তিবাক্য পাই। সুতরাং দু'টি আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত মিলে  $(১৬ \times ৪) = ৬৪$ টি রূপ পাই এবং ৪টি সংস্থানে মোট ২৫৬টি রূপ পাই। ২৫৬টি রূপ বা মূর্তির অধিকাংশই অশুদ্ধ কয়েকটি মাত্র শুদ্ধ। যুক্তিবিদ্যায় শুদ্ধ বা বৈধ রূপগুলিই গ্রহণ করা হয়।

তবে, যুক্তিবিদ্যায় রূপ ও সংস্থান যুক্ত করে সহানুমানের আকার নির্ধারণ করা হয়। মূর্তি ও সংস্থান যোগ করে আমরা সহানুমানের যে ২৫৬টি আকার পাই, তার মধ্যে ১৯টি আকার শুদ্ধ (গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যায়)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, তৃতীয় সংস্থানের AAI - III, EAO - III DARAPTI, FELAPTON) এবং চতুর্থ সংস্থানে AAI - IV ও EAO - IV (BRAMANTIP ও FESAPO) এই চারটি এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যায় বৈধ রূপ হলেও নব্য ভাষ্য অনুসারে অর্থাৎ জর্জ বুলির (George Boole) মতে, এগুলো অবৈধ। এগুলো অস্তিত্বমূলক দোষে দুষ্ট। এদের আশ্রয়বাক্যগুলো সার্বিক যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্ত বিশেষ যুক্তিবাক্য। নব্য ভাষ্য অনুসারে সার্বিক যুক্তিবাক্যগুলোর অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য নেই এবং বিশেষ যুক্তিবাক্যগুলোর অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে; এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্যগুলোর মধ্যে নিহিত থাকে না।

**বৈধ রূপসমূহ (Valid Figures) :** চার আকারের বৈধ মূর্তি নির্ণয় করার প্রক্রিয়া

**১। প্রথম আকারের বৈধ মূর্তিসমূহ (Valid Moods of the First Figure):** প্রথম আকারে হেতু পদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যের উদ্দেশ্য এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যের বিধেয়।

MP	M	—————	P
SM	S	—————	M
∴ SP	∴ S	—————	P

১. AA:

A-সব M হয় P                      A- সব মানুষ হয় মরণশীল।

A-সব S হয় M                      A- সব মন্ত্রী হয় মানুষ।

∴ A-সব S হয় P                      ∴ A- সব মন্ত্রী হয় মরণশীল।

এ যুক্তিতে দুটো আশ্রয়বাক্য সদর্থক বলে সিদ্ধান্তটাও সদর্থক হয়েছে। মধ্যপদটা A বাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। অপ্রধান পদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে, আবার সিদ্ধান্তেও ব্যাপ্য হয়েছে। কাজেই এ সহানুমাণে কোনো অনুপপত্তি ঘটেনি। সুতরাং মূর্তিটা বৈধ। এ বৈধ মূর্তি AAA-কে বলা হয় Barbara.

২. AE:

A-সব M হয় P                      A- সব ঘোড়া হয় প্রাণি।

E-কোনো S নয় M                      E - কোন কুকুর নয় ঘোড়া।

∴ E-কোনো S নয় P                      ∴ E - কোনো কুকুর নয় প্রাণি।

এ দৃষ্টান্তে একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে কোনো সিদ্ধান্ত অনুমান করলে তা নঞর্থক হবে। সুতরাং সিদ্ধান্তের বিধেয় অর্থাৎ প্রধান পদটা ব্যাপ্য হবে। কিন্তু প্রধান পদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য নয়। তাই কোনো সিদ্ধান্ত অনুমান করা হলে অবৈধ প্রধান পদ অনুপপত্তি ঘটবে। কাজেই এ থেকে প্রথম আকারে কোনো সিদ্ধান্ত অনুমতি হতে পারে না। অতএব মূর্তিটা অবৈধ।

৩. AI:

A-সব M হয় P                      A- সব মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন।

I-কিছু S হয় M                      I - কিছু জীব হয় মানুষ।

∴ I- কিছু S হয় P                      ∴ I- কিছু জীব হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন।

উভয় আশ্রয়বাক্যই সদর্থক বলে সিদ্ধান্তটাও সদর্থক। একটা আশ্রয়বাক্য বিশেষ বাক্য বলে সিদ্ধান্তটাও বিশেষ বাক্য হয়েছে। মধ্যপদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। প্রধান পদ ও অপ্রধান পদ আশ্রয়বাক্যগুলোতে অব্যাপ্য বলে সিদ্ধান্তেও তাদের অব্যাপ্য রাখা হয়েছে। কাজেই AII প্রথম আকারের একটা বৈধ মূর্তি। এ মূর্তিকে বলা হয় Darii.

৪. AO:

A-সব M হয় P                      A- সব মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন।

O-কিছু S নয় M                      O - কিছু জীব নয় মানুষ।

∴ O-কিছু S নয় P                      ∴ O - কিছু জীব নয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন।

এখানে একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে কোনো সিদ্ধান্ত অনুমান করা হলে তাও নঞর্থক হবে এবং সিদ্ধান্ত নঞর্থক হলে তার বিধেয় অর্থাৎ প্রধান পদ ব্যাপ্য হবে। কিন্তু প্রধান পদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য। কাজেই কোনো সিদ্ধান্ত অনুমান করা হলে অবৈধ প্রধান পদ অনুপপত্তি ঘটবে। কাজেই AO প্রথম আকারে বৈধ মূর্তি নয়।

৫. EA:

E কোনো M নয় P                      E- কোন মানুষ নয় নিখুঁত।

A-সব S হয় M                      A- সব শিক্ষক হয় মানুষ।

∴ E-কোনো S নয় P                      ∴ E- কোনো শিক্ষক নয় নিখুঁত।

এখানে একটি আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্তটাও নঞর্থক। মধ্যপদটা E যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য হিসেবে প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য প্রধান ও অপ্রধান পদ দুটো আশ্রয়বাক্যেও ব্যাপ্য হয়েছে। কাজেই EA থেকে E সিদ্ধান্ত অনুমাণে কোনো অনুপপত্তি ঘটেনি। অর্থাৎ EAE প্রথম আকারে একটা বৈধ মূর্তি। এই বৈধ মূর্তিটাকে বলা হয় Celarent.

৬. EI:

E-কোনো M নয় P                      A- কোনো বণিক নয় ভিখারী।

I-কিছু S হয় M                      I - কিছু মানুষ হয় বণিক।

∴ O-কিছু S নয় P                      ∴ O - কিছু মানুষ নয় ভিখারী।

একটা যুক্তিবাক্য নঞর্থক ও অন্যটা বিশেষ বলে সিদ্ধান্তটা অবশ্য বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা হবে O যুক্তিবাক্য। মধ্যপদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য বিধেয়টা অর্থাৎ প্রধান পদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। কাজেই EI থেকে O অনুমাণে কোনো অনুপপত্তি ঘটে না। প্রথম সংস্থানের এই বৈধ মূর্তি EIO কে বলা হয় Ferio।

৭. IA:

I -কিছু M হয় P

I - কিছু ঘোড়া হয় প্রাণি।

∴ A-সব S হয় M

A- সব কুকুর হয় ঘোড়া।

কোনো সিদ্ধান্ত হবে না।

এখানে মধ্যপদ কোনো আশ্রয়বাক্যেই ব্যাপ্য হয়নি। সুতরাং কোনো সিদ্ধান্ত অনুমান সম্ভব নয়। কাজেই IA প্রথম আকারে অবৈধ (Invalid)।

৮. OA:

O-কিছু M নয় P

∴ A-সব S হয় M

কোনো সিদ্ধান্ত হবে না।

এক্ষেত্রে মধ্যপদটা একবারও ব্যাপ্য হয়নি। কাজেই এখানেও কোনো সিদ্ধান্ত অনুমিত হতে পারে না। অতএব, OA প্রথম আকারে অবৈধ।

সুতরাং কেবল AA, EA, AI, ও EI - এ চারটা জোড় থেকে প্রথম আকারে বৈধ সিদ্ধান্ত অনুমান করা যায়। নিচে ছকের সাহায্যে বৈধ মূর্তিগুলোর নাম দেয়া হল।

প্রথম আকারের বৈধ মূর্তিসমূহ

বৈধ জোড়	বৈধ মূর্তির আকার	বৈধ মূর্তির নাম
AA জোড় থেকে	AAA	BARBARA
EA জোড় থেকে	EAE	CELARENT
AII জোড় থেকে	AII	DARII
EI জোড় থেকে	EIO	FERIO

প্রথমআকারের বিশেষ নিয়ম (Special Rules of the First Figure)

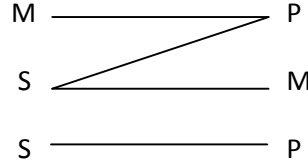
MP মধ্যপদ- প্রধান পদ

প্রথমআকার SM অপ্রধান পদ- মধ্যপদ

SP অপ্রধান পদ- প্রধান পদ

প্রথম নিয়ম: প্রধান আশ্রয়বাক্যটা অবশ্যই সার্বিক হবে।

দ্বিতীয় নিয়ম: অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটা অবশ্যই সদর্থক হবে।



প্রথম নিয়মের প্রমাণ: প্রধান আশ্রয়বাক্যটা সার্বিক না হলে বিশেষ হবে। এখন প্রধান আশ্রয়বাক্যটা বিশেষ হলে তার উদ্দেশ্য পদ অর্থাৎ মধ্যপদটা ব্যাপ্য হবে না। সুতরাং মধ্যপদটাকে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হওয়ার জন্য বিধেয় হতে হবে। যেহেতু কেবল নঞর্থক বাক্যই তার বিধেয়কে ব্যাপ্য করে, তাই মধ্যপদকে ব্যাপ্য করার জন্য অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটাকে অবশ্যই নঞর্থক হতে হবে। অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটা নঞর্থক হলে প্রধান আশ্রয়বাক্যটা অবশ্যই সদর্থক হবে এবং সিদ্ধান্তটা নঞর্থক হবে। নঞর্থক সিদ্ধান্ত তার বিধেয়কে অর্থাৎ প্রধান পদকে ব্যাপ্য করে। কিন্তু প্রধান পদটা সদর্থক প্রধান আশ্রয়বাক্যের বিধেয় বলে সেখানে ব্যাপ্য হয়নি। কাজেই প্রধান আশ্রয়বাক্যটা বিশেষ বাক্য হলে অবৈধ প্রধান পদ অনুপপত্তি ঘটবে। সুতরাং প্রধান আশ্রয়বাক্যটা বিশেষ বাক্য হতে পারে না, অর্থাৎ প্রধান আশ্রয়বাক্যটা অবশ্যই সমান্য বা সার্বিক হবে।

দ্বিতীয় নিয়মের প্রমাণ: যদি অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটা সদর্থক না হয় তাহলে এটা হবে নঞর্থক। এখন অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটা নঞর্থক হলে প্রধান আশ্রয়বাক্যটা সদর্থক এবং সিদ্ধান্তটা নঞর্থক হবে। নঞর্থক সিদ্ধান্ত তার বিধেয়কে, অর্থাৎ প্রধান পদকে ব্যাপ্য করবে। কিন্তু প্রধান পদটা সদর্থক প্রধান আশ্রয়বাক্যের বিধেয় বলে, প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি। কাজেই অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটা নঞর্থক বলে ধরে নিলে 'অবৈধ প্রধান পদ অনুপপত্তি' ঘটবে। সুতরাং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটা অবশ্যই সদর্থক হবে।

দ্বিতীয় আকারের বৈধ মূর্তিসমূহ

২। প্রথম আকারের বৈধ মূর্তিসমূহ (Valid Moods of the Second Figure) : দ্বিতীয় আকারে মধ্যপদটা উভয় আশ্রয়বাক্যের বিধেয় পদ। ঐ আটটা জোড়কে পরীক্ষা করে দেখা যাক কোন্ কোন্ জোড় দ্বিতীয় সংস্থানের বৈধ মূর্তি।

PM প্রধান পদ - মধ্যপদ	P	M
দ্বিতীয় আকার SM অপ্রধান পদ-মধ্যপদ	S	M
SP অপ্রধান পদ- প্রধান পদ	∴ S	P

১. AA.

A-সব P হয় M

সব মানুষ হয় মরণশীল।

∴ A-সব S হয় M

সব কুকুর হয় মরণশীল।

কোনো সিদ্ধান্ত হবে না।

মধ্যপদটা একটা আশ্রয়বাক্যেও ব্যাপ্য হয়নি। কাজেই কোনো সিদ্ধান্ত অনুমিত হতে পারে না। সুতরাং AA মূর্তিটা দ্বিতীয় আকারে অবৈধ।

২. AE.

A-সব P হয় M

A- সব ঘোড়া হয় চতুষ্পদ।।

E- কোনো S নয় M

E- কোনো পাখি নয় চতুষ্পদ।

∴ E- কোনো S নয় P

∴ E- কোনো পাখি নয় ঘোড়া।

মধ্যপদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্তটা নঞর্থক হয়েছে। সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য প্রধান পদ প্রধান আশ্রয়বাক্যেও ব্যাপ্য হয়েছে। কাজেই EA থেকে E সিদ্ধান্ত অনুমান বৈধ হয়েছে। দ্বিতীয় আকারের এ বৈধ মূর্তি AEE-কে বলা হয় Camestres.

৩. AI.

A-সব P হয় M

∴ I-কিছু S হয় M

কোনো সিদ্ধান্ত হবে না।

মধ্যপদটা আশ্রয়বাক্য দুটোর কোনটাতেই ব্যাপ্য হয়নি। কাজেই কোনো সিদ্ধান্ত অনুমিত হবে না। সুতরাং AI মূর্তিটা দ্বিতীয় আকারে অবৈধ।

৪. AO.

A-সব P হয় M

A- সব কাপুরুষ হয় নিষ্ঠুর।

O-কিছুS নয় M

O- কিছু লোক নয় নিষ্ঠুর।

∴ O-কিছুS নয় P

∴ O- কিছু লোক নয় কাপুরুষ।

মধ্যপদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। এ আশ্রয়বাক্যটা বিশেষ নঞর্থক বলে সিদ্ধান্তটাও বিশেষ এবং নঞর্থক হবে। সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য প্রধান পদটা আশ্রয়বাক্যেও ব্যাপ্য হয়েছে। কাজেই AO থেকে বৈধ সিদ্ধান্ত রূপেই O অনুমিত হয়েছে। দ্বিতীয় আকারের এ বৈধ মূর্তি AOO কে বলা হয় Baroco.

৫. EA.

E -কোনো P নয় M

E- কোনোমানুষ নয় নিখুঁত।

A-সবS হয় M

A-সব দেবদূত হয় নিখুঁত।

∴ E- কোনোS নয় P

∴ E- কোনো দেবদূত নয় মানুষ।

মধ্যপদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্তটা নঞর্থক হয়েছে। সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য প্রধান পদ ও অপ্রধান পদ আশ্রয়বাক্যগুলোতেও ব্যাপ্য হয়েছে। সুতরাং E সিদ্ধান্তটা EA থেকে বৈধভাবেই অনুমিত হয়েছে। দ্বিতীয় আকারের এ বৈধ মূর্তি EAE-কে বলা হয় Cesare.

৬. EI.

E-কোনো P নয় M

E- কোনো কাপুরুষ নয় নিষ্ঠুর।

I- কিছু S হয় M

I- কিছু লোক হয় নিষ্ঠুর।

∴ O-কিছুS নয় P

∴ O- কিছু লোক নয় কাপুরুষ।

মধ্যপদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। এ আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্তটাও নঞর্থক হয়েছে। সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য প্রধান পদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যেও ব্যাপ্য হয়েছে। সুতরাং, O সিদ্ধান্ত EI থেকে বৈধভাবে অনুমিত হয়েছে। দ্বিতীয় আকারের বৈধ মূর্তি EIO কে বলা হয় Festino.

৭. IA.

I- কিছু P হয় M

A-সবS হয় M

কোনো সিদ্ধান্ত হবে না।

আশ্রয়বাক্য দুটোর কোনটাতেই মধ্যপদটা ব্যাপ্য হয়নি। সুতরাং আকারে IA থেকে কোনো সিদ্ধান্ত অনুমিত হবে না। কাজেই, IA মূর্তি দ্বিতীয় আকারে অবৈধ।

৮. OA.

O-কিছু P নয় M

A-সবS হয় M

কোনো সিদ্ধান্ত হবে না।

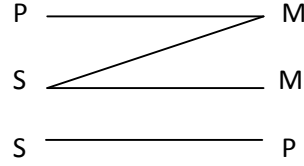
একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে কোনো সিদ্ধান্ত অনুমিত হলে সিদ্ধান্তটাও নঞর্থক হতো এবং নঞর্থক সিদ্ধান্তটা তার বিধেয় প্রধান পদকে ব্যাপ্য করতো। কিন্তু প্রধান পদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি। কাজেই কোনো সিদ্ধান্ত অনুমান করা হলে ‘অবৈধ প্রধান পদ অনুপপত্তি’ ঘটবে। সুতরাং OA মূর্তিটা দ্বিতীয় আকারে অবৈধ। কাজেই আটটা মূর্তির মধ্যে কেবল চারটা মূর্তি থেকেই দ্বিতীয় আকারে বৈধ সিদ্ধান্ত অনুমান করা যায়। EA, AE, EI, AO মূর্তিগুলো দ্বিতীয় আকারের বৈধ মূর্তিসমূহ।

দ্বিতীয় আকারের বৈধ মূর্তিসমূহ

বৈধ জোড়	বৈধ মূর্তির আকার	বৈধ মূর্তির নাম
EA জোড় থেকে	EAE	CESARE
AE জোড় থেকে	AEE	CAMESTRES
EI জোড় থেকে	EIO	FESTINO
AO জোড় থেকে	AOO	BAROCO

দ্বিতীয় আকারের বিশেষ নিয়মাবলি Special Rules of the Second Figure

PM প্রধান পদ – মধ্যপদ  
প্রথমআকার SM অপ্রধান পদ– মধ্যপদ  
SP অপ্রধান পদ– প্রধান পদ



প্রথম নিয়ম: প্রধান আশ্রয়বাক্যটা অবশ্যই সার্বিক হবে।

দ্বিতীয় নিয়ম: একটা আশ্রয়বাক্য অবশ্য নঞর্থক হবে।

প্রথম নিয়মের প্রমাণ: প্রধান আশ্রয়বাক্যটা সামান্য না হলে বিশেষ যুক্তিবাক্য হবে। দ্বিতীয় আকারে প্রধান পদটা হবে প্রধান আশ্রয়বাক্যটির উদ্দেশ্য পদ। এখন প্রধান আশ্রয়বাক্যটি বিশেষ বাক্য বলে প্রধান পদটা অব্যাপ্য হবে। কাজেই সিদ্ধান্তে প্রধান পদটা ব্যাপ্য হওয়া উচিত নয়। সিদ্ধান্তে ‘প্রধান পদ অনুপপত্তি’ এড়ানোর জন্য সিদ্ধান্তটাকে সদর্থক হতে হবে। সিদ্ধান্তটা সদর্থক হলে উভয় আশ্রয়বাক্যেই সদর্থক হতে হবে। কিন্তু উভয় আশ্রয়বাক্যই সদর্থক হলে মধ্যপদটা একবারও ব্যাপ্য হবে না। কারণ উভয় আশ্রয়বাক্যেই মধ্যপদটা বিধেয়। কাজেই প্রধান আশ্রয়বাক্য বিশেষ হলে অনুমানে ‘অব্যাপ্য মধ্যপদ অনুপপত্তি’ ঘটবে। সুতরাং প্রধান আশ্রয়বাক্যটা অবশ্যই সামান্য বাক্য হবে।

দ্বিতীয় নিয়মের প্রমাণ: দ্বিতীয় আকারে মধ্যপদটা উভয় আশ্রয়বাক্যেই বিধেয়। কাজেই আশ্রয়বাক্য সদর্থক হলে মধ্যপদটা অব্যাপ্য থাকবে। সুতরাং পদটাকে অন্তত একবার ব্যাপ্য হতে হলে একটা আশ্রয়বাক্য অবশ্যই নঞর্থক হবে।

৩। তৃতীয় আকারের বৈধ মূর্তিসমূহ (Valid Moods of the Third Figure) : এখন আটটা মূর্তিকে তৃতীয় আকারে পরীক্ষা করে দেখা হবে। তৃতীয় আকারে মধ্যপদটা উভয় আশ্রয়বাক্যেই উদ্দেশ্য।

MP মধ্যপদ – প্রধান পদ	M	P
MS মধ্যপদ – অপ্রধান পদ	M	S
দ্বিতীয় আকার SP অপ্রধান পদ–প্রধান পদ	S	P

১. AA.

A-সব M হয় P

A -সব তিমি হয় স্তন্যপায়ী।

A-সব M হয় S

A- সব তিমি হয় জলজন্তু।

∴ I- কিছু S হয় P

∴ I - কিছু জলজন্তু হয় স্তন্যপায়ী।

মধ্যপদটা উভয় আশ্রয়বাক্যেই ব্যাপ্য হয়েছে। উভয় আশ্রয়বাক্যই সদর্থক বলে সিদ্ধান্তটাও সদর্থক। অর্থাৎ A কিংবা I হবে। প্রধান পদ ও অপ্রধান পদ নিজ নিজ আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য বলে সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্য থাকবে। কাজেই সিদ্ধান্তটাকে I হতে হবে; কারণ I যুক্তিবাক্যই শুধু উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে ব্যাপ্য করে না। সুতরাং তৃতীয় আকারে AA এর সিদ্ধান্ত I যুক্তিবাক্য বৈধ হয়েছে। এ বৈধ মূর্তি AAI কে বলা হয় Darapati.

২. AE.

A-সব M হয় P

E- কোনো M নয় P

∴ কোনো সিদ্ধান্ত হবে না।



একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্তটাও নঞর্থক হবে। নঞর্থক সিদ্ধান্ত তার বিধেয়কে অর্থাৎ প্রধান পদকে ব্যাপ্য করবে। কিন্তু প্রধান পদটা প্রধান আশ্রয়বাক্য অব্যাপ্য। কাজেই কোনো সিদ্ধান্ত অনুমানে 'অবৈধ প্রধান পদ অনুপপত্তি' ঘটবে। সুতরাং তৃতীয় আকারে AI থেকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

৩. AI.

A-সব M হয় P

A- সব পাখি হয় ডানাওয়ালা।

I-কিছু M হয় P

A- কিছু পাখি হয় ভ্রাম্যমাণ।

∴ I-কিছু S হয় P

∴ I- কিছু ভ্রাম্যমাণ জীব হয় ডানাওয়ালা।

মধ্যপদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। উভয় আশ্রয়বাক্য সদর্থক বলে সিদ্ধান্তটাও সদর্থক হয়েছে। আবার, একটা আশ্রয়বাক্য বিশেষ বলে সিদ্ধান্তটাও বিশেষ হয়েছে। অন্য কথায়, সিদ্ধান্তটা হয়েছে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য, অর্থাৎ ISুতরাং I হচ্ছে A থেকে বৈধভাবে অনুমিত সিদ্ধান্ত। এ বৈধ মূর্তি AII কে বলা হয় Datisi.

৪. AO.

A-সব M হয় P

O-কিছুM নয় S

∴ কোনো সিদ্ধান্ত হবে না।

একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে, কোনো সিদ্ধান্ত অনুমিত হলে তাও নঞর্থক হতো এবং নঞর্থক সিদ্ধান্ত তার বিধেয়কে অর্থাৎ প্রধান পদকে ব্যাপ্য করতো। কিন্তু প্রধান পদটা আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য নয়। সুতরাং তৃতীয় আকারে AO থেকে কোনো সিদ্ধান্ত অনুমিত হতে পারে না।

৫. EA.

E- কোনো M নয় P

E- কোনো ইংরেজ নয় কালো।

A-সবM হয় S

A- সব ইংরেজ হয় সভ্য।

∴ O-কিছুS নয় P

∴ O- কিছু সভ্য লোক নয় কালো।

মধ্যপদটা উভয় আশ্রয়বাক্যেই ব্যাপ্য হয়েছে। একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্তটাও নঞর্থক হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা E কিংবা O হবে। কিন্তু অপ্রধান পদটা যেহেতু অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য তাই সিদ্ধান্তেও পদটা অব্যাপ্য থাকবে। কাজেই সিদ্ধান্তটা একটা O যুক্তিবাক্য হয়েছে। কারণ O বাক্য তার উদ্দেশ্য অর্থাৎ অপ্রধান পদকে ব্যাপ্য করবে না। সুতরাং EA এর বৈধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে O এবং তৃতীয় আকারের বৈধ মূর্তি EAO কে বলা হয় Felapton.

৬. EI.

E- কোনো M নয় P

E- কোনো মানুষ নয় নিখুঁত।

I- কিছু M নয় S

I- কিছু মানুষ হয় শিক্ষিত।

∴ O-কিছুS নয় P

∴ O- কিছু শিক্ষিত সত্তা নয় নিখুঁত।

মধ্যপদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্তটাও নঞর্থক হয়েছে এবং নঞর্থক সিদ্ধান্ত তার বিধেয় অর্থাৎ প্রধান পদকে ব্যাপ্য করেছে। প্রধান পদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। অপ্রধান পদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য। তাই সিদ্ধান্তে অপ্রধান পদটা অব্যাপ্য রয়েছে। কাজেই EI থেকে বৈধ সিদ্ধান্তরূপেই O সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়েছে। তৃতীয় আকারের এ বৈধ মূর্তি EIO কে বলা হয় Ferison.

৭. IA.

I- কিছু M হয় P

I- কিছু মানুষ হয় ধর্মপ্রাণ।

A-সবM হয় S

A- সব মানুষ হয় মরণশীল।

∴ I- কিছু S হয় P

∴ I- কিছু মরণশীল জীব হয় ধর্মপ্রাণ।

উভয় আশ্রয়বাক্যই সদর্থক বলে সিদ্ধান্তটাও সদর্থক এবং একটা আশ্রয়বাক্য বিশেষ বলে সিদ্ধান্তটাও একটা বিশেষ যুক্তিবাক্য। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা হয়েছে একটা বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য বা I বাক্য। মধ্যপদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। কাজেই কোনো অনুপপত্তির সম্ভাবনা নেই। সুতরাং IA থেকে বৈধভাবে I সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়েছে। তৃতীয় আকারের এ বৈধ মূর্তিকে বলা হয় Disamis.

৮. OA

O- কিছু M নয় P

O- কিছু আম নয় মিষ্টি।

A-সবM হয় S

A- সব আম হয় ফল।

∴ O-কিছুS নয় P

∴ O- কিছু ফল নয় মিষ্টি।

মধ্যপদটা আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্তটা নঞর্থক হয়েছে এবং নঞর্থক সিদ্ধান্ত তার বিধেয়কে অর্থাৎ প্রধান পদকে ব্যাপ্য করেছে। প্রধান পদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যেও ব্যাপ্য হয়েছে। অপ্রধান পদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য বলে সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্য হয়েছে। কাজেই OA থেকে বৈধ সিদ্ধান্ত রূপেই O অনুমিত হয়েছে। তৃতীয় আকারে এ বৈধ মূর্তি OAO কে বলে Bocardo.

তৃতীয় আকারে মাত্র ছয়টি জোড় থেকে বৈধ সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়। এ ছয়টি জোড় হচ্ছে: AA, IA, AI, EA, OA, EI.

## তৃতীয় আকারের বৈধ মূর্তিসমূহ

বৈধ জোড়	বৈধ মূর্তির আকার	বৈধ মূর্তির নাম
AA জোড় থেকে	AAI	DARAPTI
IA জোড় থেকে	IAI	DISAMIS
AI জোড় থেকে	AII	DATISI
EA জোড় থেকে	EAO	FELAPTON
OA জোড় থেকে	OAQ	BOCARDO
EI জোড় থেকে	EIO	FERISON

## তৃতীয় আকারে বিশেষ নিয়মাবলি (Special Rules of the Third Figure)

MP মধ্যপদ – প্রধানপদ	M — P
তৃতীয় আকারে MS মধ্যপদ-অপ্রধানপদ	S — M
SP অপ্রধান পদ- প্রধান পদ	S — P

প্রথম নিয়ম: অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটা অবশ্য সদর্থক হবে।

দ্বিতীয় নিয়ম: সিদ্ধান্তটা অবশ্য বিশেষ হবে।

প্রথম নিয়মের প্রমাণ: অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটা সদর্থক না হলে নঞর্থক হবে। এখন নঞর্থক সিদ্ধান্তের বিধেয়রূপে প্রধান পদটা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হবে। কিন্তু সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় হিসেবে প্রধান পদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি। সুতরাং অপ্রধান আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে ‘অবৈধ প্রধান অনুপপত্তি’ ঘটবে। কাজেই অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটা অবশ্যই সদর্থক হবে।

দ্বিতীয় নিয়মের প্রমাণ: তৃতীয় আকারে অপ্রধান পদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে বিধেয়। অপ্রধান আশ্রয়বাক্য সদর্থক বলে তার বিধেয় অর্থাৎ অপ্রধান পদ অব্যাপ্য থাকবে। কাজেই অপ্রধান পদটাকে সিদ্ধান্তেও অবশ্য অব্যাপ্য থাকতে হবে। সিদ্ধান্তে অপ্রধান পদটাই উদ্দেশ্য যেহেতু কেবল বিশেষ বাক্য তার উদ্দেশ্যকে ব্যাপ্য করে না তাই সিদ্ধান্তকে অবশ্যই বিশেষ যুক্তিবাক্য হতে হবে।

**৪। চতুর্থ আকারের বৈধ মূর্তিসমূহ (Valid Moods of the Fourth Figure):** চতুর্থ আকারে মধ্যপদটা প্রধান আশ্রয়বাক্যে বিধেয় এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে উদ্দেশ্য। এ আকারে উক্ত জোড়গুলো পরীক্ষা করা যাক।

PM প্রধান পদ – মধ্যপদ	P — M
চতুর্থ আকারে MS মধ্যপদ-অপ্রধানপদ	M — S
SP অপ্রধান পদ- প্রধান পদ	S — P

## ১. AA.

A-সব P হয় M

A সব কবি হয় মানুষ।

A-সব M হয় S

A সব মানুষ হয় মরণশীল।

∴ I কিছু S হয় P

∴ I কিছু মরণশীল সত্তা হয় কবি।

মধ্যপদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য। উভয় আশ্রয়বাক্যই সদর্থক বলে সিদ্ধান্তটা সদর্থক হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা A কিংবা I হবে। কিন্তু অপ্রধান পদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য বলে সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্য থাকবে। সুতরাং সিদ্ধান্তটা একটা I যুক্তিবাক্য হতে হবে; কারণ I তার উদ্দেশ্যকে অর্থাৎ অপ্রধান পদকে ব্যাপ্য করবে না। চতুর্থ আকারে এ বৈধ মূর্তি AAI কে বলা হয় Bramantip.

## ২. AE.

A-সব P হয় M

A-সব গরু হয় পশু।

E- কোনো M নয় S

E- কোনো পশু নয় মানুষ।

∴ E -কোনো S নয় P

∴ E- কোনো মানুষ নয় পশু।

মধ্যপদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য। একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা হবে E কিংবা O। E সিদ্ধান্ত অনুমানে কোনো নিয়ম ভঙ্গ হবে না কিংবা কোনো অনুপপত্তি ঘটবে না। কাজেই চতুর্থ আকারে AE-এর বৈধ সিদ্ধান্ত হবে E যুক্তিবাক্য। এ বৈধ মূর্তি AEE কে বলা হয় Camenes.

## ৩. AI.

A-সব P হয় M

I-কিছু M হয় S

∴ কোনো বৈধ সিদ্ধান্ত হবে না।

মধ্যপদটা কোনো আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি। কাজেই চতুর্থ আকারে AI থেকে কোনো বৈধ সিদ্ধান্ত অনুমিত হতে পারে না।

## 8. AO.

A-সব P হয় M

O-কিছুM নয় S

∴ কোনো সিদ্ধান্ত হবে না।

মধ্যপদটা উভয় আশ্রয়বাক্যেই অব্যাপ্য। কাজেই চতুর্থ আকারে AO থেকে কোনো বৈধ সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

## ৫. EA.

E- কোনো P নয় M

A-সবM হয় S

∴ O-কিছুS নয় P

E- কোনো ঘোড়া নয় মানুষ।

A- সব মানুষ হয় প্রাণি।

∴ O- কিছু প্রাণি নয় ঘোড়া।

মধ্যপদটা উভয় আশ্রয়বাক্যেই ব্যাপ্য হয়েছে। একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে সিদ্ধান্তকেও নঞর্থক হতে হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা E কিংবা O হবে। সিদ্ধান্তটা E হতে পারে না; কারণ E তার উদ্দেশ্যকে, অর্থাৎ অপ্রধান পদকে ব্যাপ্য করবে। কিন্তু অপ্রধান পদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য। কাজেই সিদ্ধান্তটা O হয়েছে। চতুর্থ আকারে এ বৈধ মূর্তি EAO কে বলা হয় Fesapo.

## ৬. EI.

E- কোনো P নয় M

I- কিছু M হয় S

∴ O-কিছুS নয় P

E- কোনো মূর্খ নয় বিজ্ঞ।

I- কিছু বিজ্ঞ লোক হয় মানুষ।

∴ O- কিছু মানুষ নয় মূর্খ।

মধ্যপদটা অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক এবং একটা আশ্রয়বাক্য বিশেষ বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে একটা বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য, অর্থাৎ O। এ আকারে EIO এর বৈধ মূর্তিকে বলা হয় Fersison.

## ৭. IA.

I- কিছু P হয় M

A-সবM হয় S

∴ I- কিছু S হয় P

I- কিছু মানুষ হয় কবি।

A- সব কবি হয় মরণশীল।

∴ I- কিছু মরণশীল সত্তা হয় মানুষ।

মধ্যপদ অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। উভয় আশ্রয়বাক্যই সদর্থক বলে সিদ্ধান্তটা সদর্থক হয়েছে। একটা আশ্রয়বাক্য বিশেষ বলে সিদ্ধান্তটি বিশেষ হবে। সুতরাং সিদ্ধান্তটি হয়েছে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য অর্থাৎ I। চতুর্থ আকারের এ বৈধ মূর্তি IAI কে বলা হয় Dimaris.

## ৮. OA

O- কিছু P নয় M

A-সব M হয় S

বৈধ সিদ্ধান্ত হবে না।

একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক বলে কোনো সিদ্ধান্ত অনুমিত হলে সিদ্ধান্তটাও নঞর্থক হতো। নঞর্থক সিদ্ধান্ত তার বিধেয়, অর্থাৎ প্রধান পদকে ব্যাপ্য করতো, কিন্তু প্রধান পদটা আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি। কাজেই চতুর্থ আকারে OA থেকে কোনো বৈধ সিদ্ধান্ত অনুমান করা সম্ভব নয়।

চতুর্থ আকারের পাঁচটা জোড় হল AA, AE, IA, EA, EI.

চতুর্থ আকারের বৈধ মূর্তিসমূহ

বৈধ জোড়	বৈধ মূর্তির আকার	বৈধ মূর্তির নাম
AA জোড় থেকে	AAI	BRAMANTIP
AE জোড় থেকে	AEE	CAMENES
EA জোড় থেকে	EAO	FESAPO
IA জোড় থেকে	IAI	DIMARIS
EI জোড় থেকে	EIO	FRESISON

চতুর্থ আকারের বিশেষ নিয়মাবলি

Special rules of the Fourth Figure

উক্ত জোড়গুলো পরীক্ষা করা যাক।

	PM প্রধান পদ – মধ্যপদ	P	M
চতুর্থ আকারে	MS মধ্যপদ– অপ্রধানপদ	M	S
	SP অপ্রধান পদ– প্রধান পদ	S	P

প্রথম নিয়ম: প্রধান আশ্রয়বাক্যটা সদর্থক হলে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটা অবশ্যই সামান্য বাক্য হবে।

দ্বিতীয় নিয়ম: অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটি ইতিবাচক হলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিশেষ হবে।

তৃতীয় নিয়ম: কোনো একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে প্রধান আশ্রয়বাক্যটি অবশ্যই সামান্য হবে।

প্রথম নিয়মের প্রমাণ: প্রধান আশ্রয়বাক্যটি সদর্থক হলে মধ্যপদটি প্রধান আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য হবে। কাজেই অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটিকে ব্যাপ্য হতে হবে। অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে মধ্যপদটি বাক্যের উদ্দেশ্য। কাজেই মধ্যপদটিকে ব্যাপ্য করার জন্য অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটিকে অবশ্য সার্বিক হতে হবে। কারণ কেবল সার্বিক যুক্তিবাক্যই তার উদ্দেশ্যকে ব্যাপ্য করে।

দ্বিতীয় নিয়মের প্রমাণ: অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটি সদর্থক হলে অপ্রধান পদটি অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য থাকবে। কাজেই অপ্রধান পদটিকে সিদ্ধান্তেও অব্যাপ্য থাকতে হবে। সুতরাং সিদ্ধান্তটি অবশ্য বিশেষ হবে, যেহেতু বিশেষ যুক্তিবাক্য তার উদ্দেশ্য ব্যাপ্য করে না।

তৃতীয় নিয়মের প্রমাণ: একটা আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে সিদ্ধান্তটিও নঞর্থক হবে এবং নঞর্থক সিদ্ধান্ত তার বিধেয়কে অর্থাৎ প্রধান পদকে ব্যাপ্য করবে। কাজেই প্রধান পদটিকে প্রধান আশ্রয়বাক্যেও অবশ্য সামান্য হতে হবে; কারণ কেবল সামান্য যুক্তিবাক্যই তার উদ্দেশ্য পদকে ব্যাপ্য করে।

সংক্ষিপ্তসার: চারটি আকারের মোট ৬৪টি আশ্রয়বাক্য জোড়ের মধ্যে মাত্র ১৯টি মূর্তি বৈধ। বৈধ মূর্তির সংখ্যা প্রথম আকারে চার; দ্বিতীয় আকারে চার; তৃতীয় আকারে ছয় এবং চতুর্থ আকারে পাঁচ।

১. প্রথম আকারের বৈধ মূর্তি : BARBARA, CELARENT, DARII, FERIO

২. দ্বিতীয় আকারের বৈধ মূর্তি : CESARE, CAMESTRES, FESTINO, BAROCO.

৩. তৃতীয় আকারের বৈধ মূর্তি : DARAPTI, DISAMIS, DATISI, FELAPTON, BOCARDO, FRESISION

৪. চতুর্থ আকারের বৈধমূর্তি : BRAMANTIP, CAMENES, DIMARIS, FASAPO, FRESISION.

উপরোক্তমূর্তিগুলোকে মনে রাখার জন্য কবিতার আকারেও সেগুলোকে প্রকাশ করা হয়। ছড়ায় মূর্তিগুলোর সঙ্গে উচ্চারণের মিল রেখে শব্দ চয়ন করা হয়েছে। এদের তেমন কোনো অর্থ নেই।

প্রথম : বর্বর ছেলেরা দৌড়ে ফেরে একে একে


দ্বিতীয় : সিজারির ক্যামেস্ট্রির ফেস্টিনো ব্যারাকে


তৃতীয় : দর্পটিতে ডিসামিস দাতাজী ফিলিপ

বকদিরে ফিরেসন নাহি হবে বিফ

চতুর্থ : ব্রাম্‌গটি কেমন আছে ডিমারির দেশে

ফেসাপো ফেরিসন ব্রাম্‌গ সে কীসে?

	<b>শিক্ষার্থীর কাজ</b>	প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আকারের বৈধ মূর্তিসমূহের নাম লিখুন।
---	------------------------	---

	<b>সারসংক্ষেপ</b>
<p>সহানুমানের দু'টি আশ্রয়বাক্যে মধ্যপদটির অবস্থানের ফলে সহানুমানের যে আকার হয় তাকে সহানুমানের সংস্থান বলে। সংস্থান চার প্রকার: ১ম সংস্থান, ২য় সংস্থান, ৩য় সংস্থান ও ৪র্থ সংস্থান। আশ্রয়বাক্য দু'টির গুণ ও পরিমাণ অনুসারে সহানুমান যে আকার ধারণ করে তাকে সহানুমানের মূর্তি বলে। ১ম সংস্থানের বৈধ মূর্তি হলো: BARBARA, CELARENT, DARII, FERIO, ২য় সংস্থানের বৈধ মূর্তি হলো: CESARE, CAMESTRES, FESTINO, BAROCO. ৩য় সংস্থানের বৈধ মূর্তি হলো: DARAPTI, DISAMIS, DATISI, FELAPTON, BOCARDO, FERISON. ৪র্থ সংস্থানের বৈধ মূর্তি হলো: BRAMANTIP, CAMENES, DIMARIS, FESAPO, FRESISION.</p>	

	<b>পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬</b>
---	-------------------------------

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সংস্থান আশ্রয়বাক্যে কোন্ পদের অবস্থানকে নির্দেশ করে?

(ক) মধ্যপদের (খ) অপ্রধান পদের (গ) প্রধান পদের (ঘ) সংযোজকের

২। আশ্রয়বাক্য দু'টির গুণ ও পরিমাণ অনুসারে সহানুমান যে আকার ধারণ করে তাকে কী বলে?

(ক) সহানুমানের আকার (খ) সহানুমানের রূপ (গ) সহানুমানের অবৈধতা (ঘ) সহানুমানের বৈধতা

৩। ১ম সংস্থানের বৈধ মূর্তি হলো-

- (i) BARBARA (ii) FERIO (iii) FESAPO

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii



### চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

- ১। মাধ্যম অনুমানে কতগুলো আশ্রয়বাক্য থাকে?  
 (ক) ১টি (খ) ১ এর অধিক (গ) ২টি (ঘ) ২ এর অধিক
- ২। নিচের কোনটি অমিশ্র সহানুমান নয়?  
 (ক) নিরপেক্ষ সহানুমান (খ) প্রাকল্পিক সহানুমান (গ) দ্বিকল্প সহানুমান (ঘ) বৈকল্পিক সহানুমান
- ৩। ‘হয় দেশে গণতন্ত্র আছে অথবা দেশে সুশাসন চলছে, হয় দেশে গণতন্ত্র আছে অথবা দেশ উন্নত হচ্ছে : হয় দেশ উন্নত হচ্ছে অথবা দেশে সুশাসন চলছে।  
 উল্লিখিত সহানুমানটি একটি-  
 (ক) বৈকল্পিক সহানুমান (খ) প্রাকল্পিক সহানুমান (গ) নিরপেক্ষ সহানুমান (ঘ) সরল সহানুমান
- ৪। সহানুমানের সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য পদকে কী বলে?  
 (ক) পক্ষ পদ (খ) সাধ্য পদ (গ) হেতু পদ (ঘ) মধ্য পদ
- ৫। সহানুমানের যে পদ আশ্রয়বাক্যে থাকে কিন্তু সিদ্ধান্তে থাকে না তাকে কী বলে?  
 (ক) পক্ষ পদ (খ) সাধ্য পদ (গ) প্রধান পদ (ঘ) মধ্য পদ

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৬ নং ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

সকল মুক্তমনা মানুষ সাম্যবাদী হয়। কারণ সকল প্রগতিশীল ব্যক্তি সাম্যবাদী হয় এবং সকল মুক্তমনা মানুষ প্রগতিশীল হয়।

- ৬। উল্লিখিত উদ্দীপকে সিদ্ধান্ত কোনটি?  
 (ক) সকল মুক্তমনা মানুষ হয় সাম্যবাদী  
 (খ) সকল প্রগতিশীল ব্যক্তি হয় সাম্যবাদী  
 (গ) সকল মুক্তমনা মানুষ হয় প্রগতিশীল  
 (ঘ) সকল মুক্তমনা ও প্রগতিশীল ব্যক্তি হয় সাম্যবাদী

- ৭। উল্লিখিত উদ্দীপকের অনুমানটি একটি-  
 (i) মাধ্যম অনুমান (ii) অমাধ্যম অনুমান (iii) সহানুমান

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) (i) ও (ii) (খ) (i) ও (iii) (গ) (ii) ও (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

৮। দ্বিতীয় সংস্থানের মূর্তি কোনটি?

- (ক) AAI (খ) AOO (গ) AII (ঘ) AEE

৯। মূর্তির বৈশিষ্ট্য হলো-

- (i) যুক্তিবাক্যগুলোর গুণগত প্রকৃতি নির্দেশিত হয়  
 (ii) যুক্তিবাক্যগুলোর মধ্য পদের অবস্থান নির্দেশ করে  
 (iii) প্রধান পদ ও অপ্রধান পদের প্রকৃতি তুলে ধরে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) (i) ও (iii) (খ) (i) ও (ii) (গ) (ii) ও (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

১০। এরিস্টটলের সূত্রটি?

- (ক) অনুমান সম্পর্কে (খ) মাধ্যম অনুমান সম্পর্কে (গ) সহানুমান সম্পর্কে (ঘ) অমাধ্যম অনুমান সম্পর্কে

**সৃজনশীল প্রশ্ন****১। দৃশ্যকল্প-১**

সকল বিবেকবান মানুষ হয় শান্তিপ্ৰিয়

সকল আশাবাদী মানুষ হয় শান্তিপ্ৰিয়

∴ সকল আশাবাদী মানুষ হয় বিবেকবান

**দৃশ্যকল্প-২**

সকল স্বার্থপর মানুষ হয় লোভী

সকল অবিবেচক হয় স্বার্থপর

∴ সকল অবিবেচক হয় লোভী

(ক) মাধ্যম অনুমান কাকে বলে?

(খ) 'মাধ্যম অনুমান ও অমাধ্যম অনুমান উভয়ই অবরোহ অনুমান হলেও এদের মধ্যে ভিন্নতা আছে'- ব্যাখ্যা করুন।

(গ) দৃশ্যকল্প-২ এ উপস্থাপিত অনুমানটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

২। দুই ভাই জামান ও রাশেদ তাদের বাবার মৃত্যুর পর জমি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব পৃথকভাবে বসবাস করেন। তাঁদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আসলাম প্রথমে জামানের সাথে ও পরবর্তীতে রাশেদের সাথে পৃথকভাবে আলোচনায় বসেন। এতে দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। অতঃপর দুই ভাই একত্রে বসবাস করতে লাগলেন।

১। নিরপেক্ষ সহানুমান কাকে বলে?

২। এরিস্টটলের সহানুমানের সূত্রটি কীভাবে সহানুমানের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সহায়তা করে?

৩। চেয়ারম্যান আসলাম সাহেবের ভূমিকা পাঠ্য বইয়ের আলোকে আলোচনা করুন?

৪। উদ্দীপকে উল্লিখিত 'জামান', 'রাশেদ' ও 'আসলাম'-এর তুলনাযোগ্য পদের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

**উত্তরমালা**

পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন-৮.১ : ১-খ, ২-খ, ৩-খ

পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন-৮.২ : ১-খ, ২-খ, ৩-ঘ

পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩ : ১-ক, ২-খ, ৩-ঘ

পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪ : ১-খ, ২-ক, ৩-খ

পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫ : ১-ঘ, ২-গ, ৩-ক

পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬ : ১-ক, ২-খ, ৩-ক

**চূড়ান্ত মূল্যায়নের উত্তরমালা**

১-ঘ, ২-গ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-খ, ৮-ঘ, ৯-ঘ, ১০-গ।